Reg. No. DA.—142

মোসলেহ মাওউদ সংখ্যা

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহ্‌মদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৯ পয়সা
অন্যের জন্য ,, ,, ,, ২৲ ,, ,, ,, ১০ পয়সা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা ।গজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নকট পাঠইতে হয়। চাঁদ' অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬।১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৫শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, 14th February, 1962 ১৮শ ও ১৯শ সংখ্যা
২রা ফাল্গুন, ১৩৬৮ বাং, ৮ই রমজান ১৩৮১ হিঃ

২০শে ফেব্রুয়ারী স্মরণীয় তারিখ কেন ?

বক্তব্য

বর্ত্তমান বর্ষে (মে, ১৯৬১ ইং হইতে) এক সংখ্যা "আহমদী" বাদ গিয়াছিল। ঐ বাদ যাওয়া সংখ্যা বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত পূর্ণ করা হইল। সঃ, আঃ।

দুনিয়ার প্রত্যেকটি স্মরনীয় তারিখের যখন কারণ রহিয়াছে, তখন ২০শে ফেব্রুয়ারী স্মরনীয় হইবার জন্যও কোন কারণ থাকা দরকার। নিম্নে আমরা এই তারিখটির স্মরনীয় হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

১৮৮৬ইং সালের এই তারিখে এমন একজন মহামানবের জন্ম গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, যে মহামানবের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবগণ। যে মহামানবের শুভাগমনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমুহ। যে মহামানব সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী গ্রন্থে নিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, (ক) 'তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত'। (খ) 'আমি তাঁহার উপর আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম'। (গ) 'তিনি চীৎকার করিবেন না, উচ্চ শব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেৎলানল ভাঙ্গিবেননা; সধুম শলিতা নির্ব্বান করিবেন না'। (ঘ) 'তিনি নিস্তেজ হইবেননা, নিরুৎসাহ হইবেন না'। (ঙ) 'আর উপকুলগুলি তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে'। (চ) 'তিনি জাতিগণের নিকট ন্যায় বিচার উপস্থিত করিবেন'। (ছ) 'তিনি অন্ধগণকে চক্ষু দিবেন'। (জ) 'কারাকূপ হইতে বন্দীগণকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসীগণকে বাহির করিয়া আনিবেন'। ইত্যাদি। (যিশাইয়, ৪২ অধ্যায়, ১—৭ পদ)।

১৮৮৬ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এমন একজন মহামানবের আগমন বাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, যে মহামানব বর্ত্তমান জামানায় মানুষকে আধ্যাত্মিক রোগ হইতে মুক্ত করিতেছেন। জমিনী ও দুনিয়াদার মানবকে আসমানী এবং বাখোদা মানবে পরিণত করিতেছেন। মানবজাতির সামাজিকতার সংস্কার করিতেছেন। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করিতেছেন। বন্দীগণকে মুক্ত করিতেছেন। নাস্তিকগণকে আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য করিতেছেন। আল্লাহ তা'লার তৌহীদ বিশ্বময়-প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর রুহানী বাদশাহাত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কায়েম করিতেছেন। মুসলমান-গণকে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করিতেছেন। ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। কালামুল্লাহর সত্যতা ও মর্য্যাদা প্রকাশ করিতেছেন। খেলাফতের পদে অধিষ্ঠীত হইয়াছেন। পথভ্রষ্ট জাতিগুলিকে সৎপথে আনয়ণ করিতেছেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর আসল বিবরণ :— হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) (আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা) এর বয়স যখন ভাল-মন্দ উপলব্ধি করিবার মত হইল। তখন তিনি দেখিলেন যে, ইসলামের অবস্থা হুবহু হজরত জয়নালুল আবেদীন (রাঃ) এর ন্যায় শত্রুদলের পাঞ্জার মধ্যে আবদ্ধ। ইসলাম বিরোধী জাতিগুলি এজিদের ফওজের ন্যায় ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে ইসলামকে। শুধু ইহাই নহে, বরং মুসলমান নাম ধারীগণও ঘুনের ন্যায় আক্রমন করিয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে ইসলামকে। খৃষ্টান পাদরীগণ তখন ইসলামকে গ্রাস করিবার স্বপ্নে বিভোর। আর্য্য সমাজীগণ শুদ্ধির প্রোগ্রাম নিয়া মাতোয়ালা। তথা কথিত মুসলমানগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অথবা আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক "নিয়োগের" পুলকে পুলকিত হইবার আশায় আত্মহারা।

ইসলামের এহেন শোচনীয় অবস্থা দর্শনে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর অন্তরে আঘাত লাগিল। তাঁহার অন্তরে প্রজ্বলিত হইল প্রতিকারের প্রদীপ। প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন প্রথম মৌখীক ও অতঃপর কলমের সাহায্যে। দেশের অবস্থা তখন এমন ছিল যে, ইসলাম বিরোধীগণ সহরে, বন্দরে, হাটে,

(আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত অবৈধ যৌন সংযোগ এর নামান্তরকে 'নিয়োগ' বলা হয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত 'সত্যার্থ প্রকাশ' দ্রষ্টব্য।)

ঘাটে, এমন কি পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বিরূদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত এবং মুসলমানগণকে ইসলামের প্রতি আস্থাহীন করিত। যার ফলে গত শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান ও আর্য্য সমাজে যোগদান করিয়াছিল। মুসলমানগণ তখন এত হীন বল ছিলেন যে, প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা, আত্ম রক্ষার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন একমাত্র হজরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)ই মৌখীক এবং প্রবন্ধ লিখিয়া ইসলামের সত্যতা ও বিরোধীগণের ধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ এত জোরালো এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, খৃষ্টান পাদরীগণ স্বীয় ধর্ম্মের বিরোধীতা করা সত্ত্বেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। পরন্তু তিনি যখন শিয়াল কোটের ডিপুটি কমিশনারের অফিসে চাকুরী করিতেন। তখনকার শিয়ালকোটের বড় পাদরী বিলাত যাইবার সময় তাঁহার সহিত শেষ বারের মত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বয়ং ডিপুটি কমিশনারের অফিসে আসিয়াছিলেন। সলামের স্বপক্ষে প্রবন্ধ লেখা হইতে আরম্ভ করিবার পর আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিতে থাকেন এবং তিনি ১০০০০৲ দশ সহস্র টাকা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা পূর্ব্বক "বারাহিনে আহমদীয়া" নামক বিরাট গ্রন্থ ইসলামের স্বপক্ষে প্রণয়ন করেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি যে কেবল মাত্র মৌখীক ও কলমের সাহায্যেই ইসলামের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আনিতে চেষ্টিত ছিলেন তাহা নহে। বরং দিবা রাত্রি আল্লাহতালার নিকট অতীব বিনয়ও কাতরতার সহিভ দোয়াতেরত থাকিতেন যেন আল্লাহতালা ইসলামকে রাহুমুক্ত করেন, ইহার পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশিত করেন এবং এই জ্যোতি দ্বারা শয়তানীতে আচ্ছাদিত পৃথিবীকে আবার জ্যোতির্ম্ময় করেন। তাঁহার এই কাতরতা পুর্ণ দোয়া আল্লাহতালার আরশ কাঁপাইয়া তুলিল। ১৮৮৬ ইং সালের প্রথম ভাগে তিনি হুশিয়ারপুর সহরের এক রুদ্ধ গৃহে ইসলামের দুর্দ্দশা মোচনার্থে ও ইহার সত্যতা প্রদর্শনার্থে একাধিক্রমে ৪০ দিন (চিল্লাকুশী) দোয়াতে রত রহিলেন। ঐ গৃহে কাহারো প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না। ৪০ দিন দোয়াতে রত থাকিবার পর হুজুর (আঃ) বাহিরে আসিয়া বলিলেন "আমাকে আল্লাহতালা ইলহাম (ঐশীবাণী) দ্বারা একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়াছেন।" অতঃপর ঐ ঐশীবাণী সম্বলিত ইসতেহার প্রকাশ করিলেন ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং তারিখে ঐ প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তানই মোসলেহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক। ঐ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ ইং সালে। তাঁহার পবিত্র নাম হজরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আইঃ)। তিনিই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান খলীফা। ১৮৮৬ ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ইশতেহারের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মোসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী ভবিষ্যদ্বানী

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং তারিখে প্রকাশিত ঐশী ভবিষ্যদ্বানীতে আল্লাহতালা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ)কে বলেন ঃ—

"আমি তোমাকে তোমার প্রার্থনানুযায়ী এক রহমতের নিদর্শন দিতেছি। অতএব আমি তোমার সকাতর ক্রন্দন শুনিয়াছি এবং তোমার প্রার্থনা সমূহ স্বীয় রহমতের দ্বারা কবুলিয়তের মর্য্যাদা দান করিয়াছি। তোমার সফরকে (লুধিয়ানা ও হুয়িয়ারপুরের সফর) তোমার জন্য মোবারক করিয়াছি। সুতরাঃ তোমাকে কুদরত, রহমত এবং নৈকট্য প্রাপ্তির নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। জয়-জয়াকারের চাবি তুমি লাভ করিতেছে। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা ইহা বলিয়াছেন। যেন ঐ সমস্ত লোক যাহারা জীবন চায়, মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায় এবং ঐ সমস্ত লোক যাহারা কবরে সমাহিত, বহির্গত হয় এবং ইসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও আল্লাহর কালামের মর্ত্তবা মানুষের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য যেন স্বীয় পূর্ণতম আশীষ সহকারে আগমন করে এবং অসত্য স্বীয় যাবতীয় অকল্যাণ সহকারে পলায়ন করে এবং মানুষ যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, আমি সর্ব্ব শক্তিমান। যাহা চাই তাহাই করি এবং তাহারা যেন বিশ্বাস করে যে, আমি তোমার সহিত আছি এবং যাহারা খোদাতালার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদা ও তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার কেতাব এবং তাঁহার পবিত্র রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে অস্বীকার করে। তাহাদের জন্য যেম একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং অন্যায়কারীগণের পথ পরিষ্কার হয়।

সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাকে এক সুশ্রী ও পবিত্র পুত্র দেওয়া হইবে। একজন পূণ্যবান গোলাম (পুত্র) তুমি প্রাপ্ত হইবে ঐ পুত্র তোমারই ঔরষজাত, তোমারই সন্তানগণ মধ্যে হইবেন। মনোহর পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছেন। তাঁহার নাম 'অনমোয়ায়েল' এবং বশীর ও হইবে। তাঁহাকে পবিত্র আত্মা প্রদত্ত হইয়াছে এবং সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। কল্যাণময় সে যে আকাশ হইতে আসে। তাঁহার সহিত ফজল হইবে, যে তাঁহার আগমনের সহিত আসিবেন তিনি মহান মর্য্যাদা সম্পন্ন, প্রতাপশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কাহারো কোন কাজের ভুল-ত্রুটি থাকিলে ঐ ব্যক্তিকেই ভুল সংশোধনের কথা বলিতে হয়। ইহাই ইসালী শিক্ষা। ইহার খেলাফ করা ইসলামী শিক্ষার খেলাফ এবং ভদ্রতার ও খেলাফ!

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার একটি নক্ষত্র স্খলিত

জনাব মৌলভী মমতাজ আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল

এই সংবাদ প্রত্যেক আহমদী ভাই বোনের হৃদয়ে আঘাত হানিবে যে, দেশ বিভাগ পূর্ব্বকালীন খেলাফৎ আন্দোলন ও মুসলিম লীগের সনামখ্যাত কর্ম্মবীর ও বিভাগ পরবর্ত্তীকালীন জামাতে আহমদীয়ার অদম্য মোজাহেদ জনাব মৌলভী মমতাজ আহমদ সাহেব আর ইহ জগতে নাই।

তিনি তাঁহার স্বগ্রাম সিলেট জিলার বড়গাঁও এ বিগত ১০ই জানুয়ারী ১৯৬২ ইং সালে ৬৬ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

মরহুম মৌলভী সাহেব যে সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রহিয়াছেন বর্ত্তমানে চট্টগ্রামে কার্য্যরত তাঁহার বড় ছেলে জনাব মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব শাহেদ।

আমরা মরহুম মৌলভী সাহেবের আত্মার উন্নতির জন্য দোয়া করিতেছি এবং জনাব মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি।

(বিলম্বে প্রাপ্ত খবর।)

মোসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী ভবিষ্যদ্বানী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি পৃথিবীতে আগমন করিবেন এবং স্বীয় মসিহি নফস ও পবিত্রাত্মা দ্বারা বহু লোককে ব্যধিমুক্ত করিবেন। তিনি আল্লাহর বাক্য। কেন না খোদ্যতালার রহমত ও আত্মমর্য্যাদা তাঁহাকে স্বীয় সম্মানিত বাক্য দ্বারা পাঠাইয়াছেন! তিনি অতিশয় মেধাবীও বুদ্ধিমান হইবেন এবং দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ সম্পন্ন এবং তাঁহাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ জ্ঞানে পূর্ণ করা হইবে এবং তিনি তিনকে চারিতে পরিণত করিবেন। (ইহার অর্থ বুঝা গেলনা) সোমবার শুভ সোমবার! সুপুত্র মহাসম্মানী, পূর্ব্বাপর সমস্তের বিকাশক, সত্য ও মাহাত্যের প্রকাশক, আল্লাহ যেন আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। যাঁহার অবতরণ খুবই মোবারক এবং আল্লাহর প্রতাপ বিকাশের কারণ হইবে। নূর আসিতেছেন নূর। যাঁহাকে খোদাতালা স্বীয় সন্তুষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মধ্যে আপন রুহ ফুকিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরোপরি থাকিবে। তিনি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবেন এবং বন্দীগণের মুক্তির কারণ হইবেন। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করিবেন এবং জাতি সমূহ তাঁহার নিকট হইতে আশীষ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মাকে আকাশের দিকে উত্থিত করা হইবে। ইহাই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।" "ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং।"

শুনা কথার উত্তর

'পূর্ব্ব পাকিস্তানী আহমদী ভাই-বোন গণের জন্য অপূর্ব্ব শোকসংবাদ' হেডিং এ হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) র ইন্তেকালের সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে নাকি কোন কোন বন্ধু আপত্তি করিয়াছেন। বন্ধুগণের স্মরণ রাখা দরকার, আমাদের এদেশের কোন আহমদীই ইতি পুর্ব্বে এই ভাবে আর কখনো ও হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর কোন আওলাদের মৃত্যু সংবাদ পান নাই। পশ্চিম পাকিস্তানে এমন আহমদী আছেন, যাঁহারা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর মোবাশ্বের আওলাদ এর মৃত্যু সংবাদ, এমন কি হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ইন্তেকাল সংবাদ ও পাইয়াছেন সুতরাং আমাদের মতে এই সংবাদ "পূর্ব্ব পাকিস্তানী আহমদী ভাই বোনগণের জন্য অপূর্ব্ব শোক সংবাদ।" এই সম্বন্ধে শুনা কথা আরও আছে। কিন্তু সেগুলি আংশিক বলিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। বন্ধুগণের কি কি আপত্তি আছে পত্র দ্বারা জানাইলে সুখী হইব এবং উত্তর ও দিব। সঃ, আঃ।

মোসলেহ মাওউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বানী সম্বন্ধে

হজরত খলীফাতুল মসিহ (আইঃ) এর স্বপ্ন

নোট :—২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৪ ইং তারিখের জুমা'র খোৎবায় হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) তাঁহার ঐ স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছিলেন যাহাতে আল্লাহতালা জানাইয়াছিলেন যে তিনিই মোসলেহ মাওউদ যেহেতু আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মোসলেহ মাওউদ দিবস মানানো হইতেছে এই জন্য জামাতের অবগতির জন্য এই স্বপ্ন প্রকাশ করা হইতেছে। সঃ আঃ।

উক্ত খোৎবায় হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন :— "আমি দেখিলাম, আমি এক স্থানে আছি যেখানে যুদ্ধ হইতেছে। ঐ স্থানে কতিপয় এমারত বিদ্যমান, জানিনা তাহা লুকাইবার স্থান কিনা। যাহা হউক ঐ গুলি যুদ্ধের সহিত সংশ্রবিত এমারত। সেখানে কতিপয় লোক একত্রিভূত। আমি জানিনা তাহারা আমাদের জামাতভুক্ত নাকি এমনিই তাহাদের সহিত আমার সম্পর্ক বিদ্যমান। তখন আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি যে এখানে আছি তাহা জার্ম্মান সৈন্যগণ জানিতে পারিয়া আমার নিকটস্থ সৈন্যগণের উপর আক্রমণ করিয়াছে আক্রমণ এত প্রচণ্ড ছিল যে, আমার নিকটস্থ সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশরন করিতে লাগিল। এই সৈন্যদল ইংরাজ আমেরিকান বা অন্য কেহ তাহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক জার্ম্মানগণের আক্রমনে এই সৈন্যদল পশ্চাতে সড়িয়া গেল। এই সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর আমি যে এমারতে ছিলাম তাহাতে জার্ম্মান সৈন্য প্রবেশ করিল। তখন আমি স্বপ্নেই বলিলাম যে, শত্রুর স্থানে থাকা সমিচিন নহে এখান হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। তখন আমি স্বপ্নে কেবল দ্রুত চলিতেছি না বরং দৌড়াইতেছি। আমার সঙ্গে কতিপয় লোক আছে তাহারাও আমার সঙ্গে দৌড়াইতেছে। যখন আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম তখন স্বপ্নেই আমার মনে হইতেছিল যে, আমি মানবীয় গতির চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে দৌড়াইতেছি এবং কোন জবরদস্ত শক্তি আমাকে দ্রুত লইয়া যাইতেছে এবং এক এক পলকে বহু মাইল পথ অতিক্রম করিতেছি। আমার সঙ্গীগণকে ও অনুরূপ শক্তি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা ও দ্রুত চলিতেছিল এবং এতদ্সত্বে ও তাহারা আমার অনেক পশ্চাতে রহিয়া গেল। জার্ম্মাণ সৈন্যগণ আমাকে গ্রেফতার করিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবণ করিতেছিল। বোধ হয় এক মিনিটও অতিবাহিত হয় নাই স্বপ্নেই আমার মনে হইতেছিল যে জার্ম্মাণ সৈন্য বহু পশ্চাতে পড়িয়াছে। কিন্তু আমি চলিতেই আছি এবং মনে হয় যেন মাটি আমার পদতলে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এমন কি আমি এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছি যাকে পর্ব্বতের পাদদেশ বলা যাইতে পারে। হাঁ যখন জার্ম্মান সৈন্যগণ আক্রমন করিয়াছে তখন স্বপ্নে আমার স্মরণ হয় যে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর কোন ভবিষ্যদ্বানী অথবা আমার নিজের কোন ভবিষ্যদ্বানীতে এই ঘটনার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত নক্সা ও দেখানো হইয়াছিল যে, যখন প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এখান হইতে দৌড়াইবে, এই ভাবে দৌড়াইবে এবং অমুক স্থানে যাইবে। সুতরাং স্বপ্নে আমি যেখানে পৌছিলাম ঐ স্থানটি পূর্ব্ববর্ত্তী ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী। এবং আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যদ্বানীতে এই বিষয় ও বর্ণিত আছে যে, একটি নির্দ্দিষ্ট রাস্তা রহিয়াছে যাহা আমি অবলম্বন করিব। এবং এই রাস্তা অবলম্বনের দরুণ পৃথিবীতে অনেক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে এবং শত্রুগণ আমাকে গ্রেফতার করিতে অক্ষম হইবে। সুতরাং যখন আমি ইহা মনে করিতেছি তখন ঐ স্থানে কতিপয় রাস্তা দেখা গেল যাহা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। আমি ঐ সমস্ত রাস্তার সামনে এই জন্য দৌড়াইয়া গেলাম যে ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আমাকে কোন রাস্তায় যাইতে হইবে এবং আমার কোন রাস্তায় যাওয়া খোদাই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ভুলে যেন এমন রাস্তা অবলম্বন না করি যাহা ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণিত হয় নাই। তখন আমি সর্ব্ব বাম সড়কের দিকে যাইতেছি। তখন আমি দেখি আমার কিঞ্চিৎ দূরে আমার একজন সঙ্গী। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এই সড়কে নহে অন্য সড়কে গমন করুন। তাহার কথা শুনিয়া আমি ঐ দুরবর্ত্তী সড়কের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ঐ লোকটি ডাকিয়া যে রাস্তা দেখাইয়াছিল তাহা সর্ব্ব দক্ষিণ রাস্তা ও আমি যে রাস্তা অবলম্বন করিয়াছিলাম উহা সর্ব্ব বাম রাস্তা ছিল। যেহেতু আমি সর্ব্ব বামের রাস্তায় ছিলাম এবং যে দিক হইতে লোকটি আমাকে ডাকিতেছিল উহা সর্ব্ব ডানের রাস্তা ছিল এই জন্য আমি ফিরিয়া ঐ দিকে চলিলাম। কিন্তু যখন আমি পেছনে সড়িলাম তখন মনে হইল যে আমি কোন এক জবরদস্ত শক্তির অধীনস্ত এবং এই মহাশক্তি আমাকে ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী একটি রাস্তায় চালিত করিল আমার সঙ্গী আমাকে আওয়াজ দিতে লাগিল যে, ঐ দিকে নহে এই দিকে, ঐ দিকে নহে এই দিকে, কিন্তু আমি অক্ষমতা অনুভব করিতেছি এবং মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় দৌড়াইতেছি। কিছু দুর অগ্রসর হওয়ার পর আমি ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ দেখিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে আমি ঐ রাস্তায়ই আসিয়াছি যাহা খোদাতা'লা ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণনা করিয়াছেন। তখন আমি স্বপ্নেই মধ্যবর্ত্তী রাস্তা অবলম্বনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি সুতরাং আমার চক্ষু খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল যে স্বপ্নে যে ডান ও বামের রাস্তা দেখানো হইয়াছে ইহাতে বামের রাস্তা অর্থে সম্পূর্ণরূপে জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টা। এবং সর্ব্ব ডান দিকের রাস্তা অর্থে খাছ ধর্ম্মিয় নিয়ম কানুন দোয়া ও এবাদত ইত্যাদি। আল্লাহতা'লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, মধ্যবর্ত্তী রাস্তা অবলম্বনে আমাদের জামাতের উন্নতি হইবে। অর্থাৎ চেষ্টা প্রচেষ্টা দোয়া ও এবাদত ইত্যাদির সমন্বয়ে। তারপর আমার মনে ইহাও উদয় হইল যে, দেখ কোরআন শরীফ ওম্মতে মোহাম্মদীয়া (দঃ) কে মধ্যমপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় চলার অর্থ ইহাই যে এই ওম্মত ইসলামের পূর্ণতম আদর্শ হইবেন, ছোট রাস্তার অর্থ হইল, যদিও রাস্তা ঠিক, তথাপি ইহাতে বিপদাবলী রহিয়াছে। মোট কথা আমি এই রাস্তায় চলিতে লাগিলাম এবং মনে হইল যে শত্রুগণ অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে

আল্লাহতালার ছায়াতলে আশ্রয় প্রাপ্তির উপায়

১৮৮৬ ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঐশী ভবিষ্যদ্বানীতে হজরত মোসলেহ মাওউদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"খোদাকে ছায়া ইছকে ছের পর হোগা।" অর্থাৎ— তাঁহার শিরোপরি খোদার ছায়া থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বানীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, খোদাতালার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবেন।

তাহাদের কোন শব্দ ও পাওয়া যায় না এবং আসিবার আর কোন সম্ভাবনা ও নাই। আমার সঙ্গীগণের ও গতি মন্থর হইতে লাগিল এবং তাহারাও আমা হইতে বহু পেছনে রহিয়া গেল। কিন্তু আমি দৌড়াইয়া চলিতেই আছি এবং মাটি আমার পদতলে সঙ্কুচিত হইতেছে।

তখন আমি বলিতেছি, এই ঘটনা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী আছে তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, এই রাস্তায় পানি থাকিবে এবং ঐ পানি পার হইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। তখন রাস্তা তো অতিক্রম করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে ঐ পানি কোথায়? এই কথা বলা মাত্র যে পানি কোথায়? হঠাৎ দেখিলাম যে আমি একটি বড় হ্রদের তীরে দাঁড়ানো এবং মনে করি যে, ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী এই হ্রদ পার হওয়া আমার প্রয়োজন। তখন আমি দেখিলাম, হ্রদে কোন বস্তু ভাসিতেছে উহা সাপের ন্যায় লম্বা এবং এমন পাতলা জিনিষে প্রস্তুত যে রূপ মাউই পাখীর বাসা। ঐ গুলির উপরি ভাগ অজগর সর্পের পিঠের ন্যায় এবং রং মাউই পাখীর বাসার ন্যায় সাদা হলদে ও খাকী রং মিশ্রিত ঐগুলি ভাসমান এবং উপরে কিছু লোক সওয়ার হইয়া চালাইতেছে। স্বপ্নে আমার মনে হয় যে ইহা পৌত্তলিক জাতি এবং ঐ সমস্ত বস্তু যার উপর তাহারা আরোহন করিয়াছে তাহাদের প্রতিমা, এবং ইহারা বৎসরে একবার প্রতিমা গুলিকে গোসল করায়, আজও কোন নির্দ্দিষ্ট ঘাটের দিকে গোসল করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছে। হ্রদ অতিক্রম করিবার কোন উপকরণ আমার দৃষ্টি গোচর না হওয়ায় আমি জোরে লাফ দিয়া একটি প্রতিমায় চড়িলাম। তখন শুনি যে প্রতিমার পূজারীগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র এবং গীত দ্বারা মোশরেকানা বিশ্বাস প্রচার করিতেছে। ইহাতে আমি মনে মনে বলিলাম যে, এখন চুপ থাকা আত্মমর্য্যাদার খেলাফ, এবং খুব উচ্চস্বরে তাহাদিগকে তৌহীদের দাওৎ দিতে এবং শিরকের অপকারিতা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। বক্তৃতা করিতে করিতে আমার মনে হইতে লাগিল যে আমার ভাষা উর্দু নহে বরং আরবী।

সুতরাং আমি আরবী ভাষায় বলিতেছি এবং জোরে বক্তৃতা করিতেছি স্বপ্নেই আমি মনে করিতেছি যে ইহাদের ভাষা তো আরবী নহে, আমার বক্তৃতা কিরূপে বুঝিবে? কিন্তু আমি অনুভব করিলাম, যদিও তাহাদের অন্য ভাষা তবুও আমার কথা উত্তমরূপে বুঝিতেছে। অতএব এই ভাবেই তাহাদের সামনে আরবীতে বক্তৃতা করিতেছি এবং বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছি যে তোমাদের এই সমস্ত প্রতিমা পানিতে নিমজ্জিত করা হইবে এবং এক মাত্র খোদার বাদশাহাত পৃথিবীতে কায়েম করা হইবে। বক্তৃতা চালু থাকা কালেই আমি জানিতে পারিলাম যে, এই নৌকা রূপী প্রতিমা যার উপর আমি আরোহণ করিয়াছি বা ইহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিমার চালক প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া আমার কথায় ঈমান আনিয়া একত্ববাদী হইয়াছে এবং একের পর দ্বীতিয়, অতঃপর তৃতীয় অতঃপর চতুর্থ অতঃপর পঞ্চম ব্যক্তি আমার কথায় ঈমান আনিতেছে এবং মোশরেকানা বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইতেছে। এমতাবস্থায় হ্রদ অতিক্রম করিয়া অপর তীরে পৌছিলাম। হ্রদের অপর তীরে পৌছার পর আমি তাহাদিগকে বলি যে, ভবিষ্যদ্বানীর বর্ণনা-মুযায়ী এই প্রতিমাগুলি পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতে ঈমান আনয়নকারীগণ এবং যাহারা ঈমান তো আনোয়ন করে নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহারা ও আমার সামনে আসে এবং আমার আদেশ অনুযায়ী তাহাদের প্রতিমাগুলি পানিতে ডুবাইয়া দেয় এবং আমি স্বপ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হই যে এই ভাসমান জিনিষে প্রস্তুত প্রতিমাগুলি এত সহজে পানির নিচে কিরূপে চলিয়া গেল। পূজারীগণ মাত্র ধরিয়া ডুব দেয় এবং এই গুলি পানির নিচে দিয়া যায়। অতঃপর আমি দাঁড়াইলাম এবং তাহাদিগকে তবলীগ করিতে লাগিলাম। কিছু লোক তো ঈমান আনয়ন করিয়াছিল কিন্তু তীরবর্ত্তী অন্যান্য লোক বাঁকী ছিল এই জন্য আমি তবলীগ করা আরম্ভ করিলাম। তবলীগ আমি তাহাদিগকে আরবী ভাষায় করিতেছি। যখন আমি তাহাদিগকে তবলীগ করিতেছি যেন বাকী লোকও ইসলাম গ্রহণ করে, তখন হঠাৎ আমার অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন আসে এবং এইরূপ অনুভব হইতে থাকে যে এখন আমি বলিতেছি না বরং খোদাতা'লার পক্ষ হইতে (ইলহামী) ঐশীবানী রূপে বানী সমূহ আমার মুখ দ্বারা নিসৃত হইতেছে যেরূপ খোৎবা ইলহামীয়া, যাহা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) মুখে আল্লাহতা'লার বাক্য জারী হইয়াছিল। মোট কথা তখন আমার বাক্য বন্ধ হইয়া যায় এবং আমার মুখে খোদাতা'লার কথা বলা আরম্ভ হয়। বলিতে বলিতে খুব জোরের সহিত এক ব্যক্তিকে, খুব সম্ভব যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথম ঈমান আনয়ন করিয়াছিল, "খুব সম্ভব শব্দটি এই জন্য বলিলাম যে, ঐ ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে ঈমান আনয়ন করিয়াছিল কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই। হাঁ, সুনিশ্চিত ধারনা ইহাই যে, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ঈমান আনয়নকারী বা প্রথম ঈমান আনয়নকারীগণের মধ্যে প্রভাবশালী এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছিল। যাহা হউক আমি ইহাই মনে করি যে সে প্রথম ঈমান আনয়নকারীগণের একজন। এবং আমি তাহার ইসলামী নাম আবদুশ শুকুর রাখিয়াছি। আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম ভবিষ্যদ্বানীর বর্ণনা অনুযায়ী আমি এখন সামনে অগ্রসর হইব। হে আবদুশ শুকুর! এই জন্য আমি তোমাকে এই জাতিতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেছি তোমার কর্ত্তব্য আমার প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত তৌহীদকে কায়েম রাখা এবং শিরককে নিশ্চিহ্ন করা। এবং তোমার কর্ত্তব্য হইবে স্বীয় জাতি দ্বারা ইসলামী শিক্ষা আমল করানো। আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার নিকট হইতে হিসাব লইব এবং দেখিব যে, যে কার্য্যের জন্য তোমাকে আমি নিযুক্ত করিয়াছি তাহা কতটুকু আদায় করিয়াছ।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৩০শ সালনা জলসা মঙ্গল মতে সমাপ্ত

আল্লাহতালার ফজলে ২০শে জানুয়ারী তারুয়া আঞ্জুমানের ৩০শ সালানা জলসা দোয়া জিকরে এলাহী ও ইমান বর্দ্ধক আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে মঙ্গলমতে সমাপ্ত হইয়াছে। এক শত'ধিক মহিলা সহ প্রায় ৬ শত আহমদী ও গয়র আহমদী সভায় যোগদান করেন। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলস্থ জমাত সমূহ হইতে আহমদীগণ ব্যতীত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইতেও কিছু সংখ্যক আহমদী জলসায় যোগদান করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট আহমদীগণের মধ্যে জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মুরব্বী জনাব মৌঃ গোলাম সামদানী সাহেব খাদিম বি, এল, জনাব এম, এস, রহমান সাহেব, বার এট, ল জনাব মোস্তফা আলী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব এম, এস, রহমান সাহেবের বক্তৃতা "বিজ্ঞান ধর্ম্মেরই দাস" জনাব মোস্তফা আলী সাহেবের বক্তৃতা 'কৃষি ছোয়াবের কাজ" ও জনাব মৌঃ গোলাম ছামদানী সাহেবের বক্তৃতা "দেশ বিদেশে প্রচারে জমাতে আহমদীয়ার প্রচেষ্টা" খুবই আকর্ষনীয় হয়। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে সাধারণ মানুষের ভাষায় জনাব সলিমুল্লাহ সাবেহবের বক্তৃতাও খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। খুদ্দাম ও অবাকালগণের মধ্যে পানাউল্লাহ, নূরে এলাহী, এনায়েৎ হোসেন, হাছান, বিউটি ও জাকারিয়া বিভিন্ন বাংলা কবিতা ও নজম পাঠ করিয়া শোনান।

সর্ব্বশেষ জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব কর্ত্তৃক সম্মিলিত দোয়ার পর দুই দিবস ব্যাপী জলসা মঙ্গল মতে সমাপ্ত হয়।

অতঃপর ঐ ইলহামী অবস্থাই জারী থাকে এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসুল ইহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং কলেমা পাঠ করিয়া ইহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার আদেশ দেই। অতঃপর হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করিবার, হুজুর (আঃ) এর শিক্ষার উপর আমল করিবার এবং সমস্তকে এই দিকে আহ্বান করিবার উপদেশ দান করি। যখন আমি এই বক্তৃতা করিতেছি (যাহা স্বয়ং ইলহামী) তখন মনে হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জিকির এর সময় আল্লাহতা'লা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ কে আমার রসনা দ্বারা বলিবার তৌফিক দিয়াছেন এবং আঁ হজরত (দঃ) বলিতেছেন আনা-মোহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। অতঃপর হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর জিকিরে ও তদ্রুপ হয় এবং হুজুর(আঃ)বলেন, আনাল মাসিহুল মাউদ। অতঃপর আমি তাঁহাদের মনোযোগ আমার প্রতি আকর্ষণ করি। পরন্তু তখন আমার রসনায় যে বাক্য জারী হয় তাহা এই 'ওয়া আনা মাসিহুল মাউদ মাসিলুহু'ওয়া খালীফাতুহু' এবং আমি ও মসিহ মাউদ অর্থাৎ তাঁহার অনুরূপ ও তাঁহার খলীফা। তখন স্বপ্নের মধ্যেই আমার মধ্যে এক কম্পমান ভাবের উদয় হয় এবং আমি বলি, আমার মুখে ইহ' কি জারী হইল এবং ইহার অর্থ কি যে আমি মসিহ মাওউদ।

তখন হঠাৎ এই কথা আমার মস্তিষ্কে আসিল, ইহার পরবর্তী শব্দ যে 'মুসিলুহু' আমি তাঁহার অনুরূপ 'ওয়া খলীফাতুহু' এবং তাঁহার খলীফা এই শব্দগুলি উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেয়। এবং হজরত মসিহ মাউদ আঃ) এর ইলহাম 'হোছন ও ইহছান মে তেরা নজীর হোগা' 'সৌন্দর্য্যে ও অনুগ্রহে তোমার অনুরূপ হইবে' তদনুযায়ী এবং ইহা পূর্ণ করিবার জন্য এই কথা আমার মুখে জারী হইয়াছে। এবং ইহার অর্থ হইল, তাঁহার অনুরূপ ও তাঁহার খলীফা হওয়ার দরুন এক ভাবে আমিও মসিহ মাউদ। কেননা যে ব্যক্তি কাহারো অনুরূপ হয় এবং তাঁহার চরিত্র বলি নিজের মধ্যে প্রস্ফুটিত করে সে ব্যক্তি তাঁহার নাম প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইবে।

অতঃপর আমি বক্তৃতার মধ্যে বলিতেছি, আমি ঐ ব্যক্তি যাহার আগমনের জন্য উনিশ শত বৎসর হইতে কুমারীগণ অপেক্ষা করিতেছিল। যখন আমি বলি; আমি ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য ১৯০০ বৎসর হইতে কুমারীগণ এই সমুদ্র তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। তখন আমি দেখি কতিপয় যুবতী স্ত্রীলোক সংখ্যায় ৭ বা ৯ জন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে দৌড়িয়া আমার দিকে আসিতেছে। আমাকে আচ্ছালামু আলাইকুম বলে এবং কেহ কেহ আশীষ লাভের জন্য আমার কাপড় স্পর্শ করে এবং বলিতে থাকে হাঁ, হাঁ, আমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিতেছি যে, আমরা উনিশ শত বৎসর হইতে আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর আমি জলদ গম্ভীর স্বরে বলি, আমি ঐ ব্যক্তি যাহাকে ইসলামিক শিক্ষা এবং আরবী শিক্ষাও এই ভাষার ফিলসফি মাতার ক্রোড়ে তাঁহার উভয় স্তন দুগ্ধের সহিত পান করানো হইয়াছিল।

স্বপ্নাবস্থায় যে এক পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করা হইয়াছিল উহাতে এই সংবাদও ছিল যে যখন ঐ প্রতিশ্রুত ব্যক্তি পলায়ন করিবে তখন এমন এক এলাকায় পৌঁছিবে যেখানে হ্রদ থাকিবে এবং যখন তিনি হ্রদ অতিক্রম করিয়া অপর তীরে পৌঁছিবে সেখানে এক জাতি থাকিবে যাহাতে তিনি তবলীগ করিবেন। এবং তাঁহার তবলীগে প্রভাবান্বিত হইয়া ঐ জাতি মুসলমান হইবে। অতঃপর ঐ শত্রু যাহার কবল হইতে তিনি পলায়ন করিবেন তাঁহাকে তাহাদের নিকট প্রত্যার্পন করিবার জন্য ঐ জাতির নিকট দাবী করিবে। কিন্তু ঐ জাতি অস্বীকার করিয়া বলিবে, আমরা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব কিন্তু তাঁহাকে তোমাদের হাওয়ালা করিব না।

সুতরাং স্বপ্নে এইরূপই হয়। জাম্মাণগণ ঐ জাতির নিকট দাবী জানায় যে, এই ব্যক্তিকে আমাদের হস্তে সমর্পন কর স্বপ্নাবস্থায় তখন আমি বলি, ইহারা তো সংখ্যায় অল্প এবং শত্রুগণ সংখ্যায় অনেক অধিক। কিন্তু ঐ জাতির এক অংশ এখন পর্যন্ত ঈমান না আনা সত্ত্বেও খুব জোরের সহিত ঘোষণা করিল যে, আমরা এই ব্যক্তিকে তোমাদের হাওয়ালা করিতে প্রস্তুত নহি আমরা যুদ্ধ করিয়া ধ্বংশ হইয়া যাইব কিন্তু তোমাদের এই দাবী স্বীকার করিব না। তখন আমি বলি, দেখ ঐ ভবিষ্যদ্বানীও পূর্ণ হইল।

অতঃপর আমি পুনরায় তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া এবং বারংবার তৌহীদকে আঁকড়াইয়া ধরিতে ও ইসলামী শিক্ষার উপর জীবন যাপন করিতে হেদায়েৎ দিয়া অগ্রে অন্য কোন স্থানের দিকে রওয়ানা হই তখন আমার মনে হয় যে, এই জাতির অন্যান্য লোকও খুব শীঘ্র ঈমান আনয়ন করিবে। অতএব এই জন্যই আমি ঐ ব্যক্তিকে, যাহাকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি বলি যে, যখন আমি ফিরিয়া আসি তখন যে আমি সুসংবাদ শুনি। আমি দেখিব যে তোমার জাতি শিরক পরিত্যাগ করিয়াছে, একত্ববাদী হইয়াছে এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ পালন করিতেছে। ইহা ঐ স্বপ্ন, যাহা আমি ১৯৪৪ ইং সালের জানুয়ারী মাসে দেখিয়াছি। এবং খুব সম্ভব ৫ এবং ৬ তারিখের মধ্যবর্ত্তী রাত্রিতে (বুধ ও বৃহস্পতবারের মধ্যবর্ত্তী) প্রকাশিত হইয়াছে।

'আলফজল ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ইং।"

ভুল সংশোধন

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬১ ইং তাঃ এর "আহমদী"র প্রথম পৃষ্ঠা, প্রথম কলাম (ক) এবং (খ) তে "মুয়াম্মেরু"র স্থলে "মুআম্মারু" হইবে।

২) ঐ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় কলামে "২৫শে মে ১৯০৫ ইং তারিখের স্থলে" ২৫শে মে ১৮৯৫ ইং তারিখে হইবে।

৩) "আহমদী" জানুয়ারী ১৯৬২ ইংর ১৩ পৃষ্ঠায় বেগম মাসুদা সাহেবা লিখিত "আমার প্রিয় আব্বাজান প্রবন্ধে তৃতীয় ছত্রে "১৯৪৭ ইং এর স্থলে ১৯৪৬ ইং হইবে।'

আখবারে আহমদীয়া

১) আল্লাহতালার ফজলে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য ভাল। বন্ধুগণ হুজুর (আইঃ) এর পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

২) পূর্ব্ব পাকিস্তান (আঃ, আঃ, র) প্রাক্তন আমীর জনাব খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী সাহেব (বগুড়া) এর পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া প্রার্থী।

৩) জনাব মৌঃ আবদুছ ছোবহান সাহেব অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর (গাইবান্ধা) পীড়িত আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্য প্রাপ্তির জন্য দোয়া করিবেন।

৪) জনাব মৌঃ হুসামউদ্দীন হায়দার সাহেব অবসর প্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (কুমিল্লা) অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ এই পুরানো খাদেমের জন্য দোয়া করিবেন।

৫) ইন্সপেক্টর বয়তুল মাল জনাব নুরুল আলম সাহেবের পিতা তারুয়া (কুমিল্লা) নিবাসী জনাব মুন্সী আফসর উদ্দীন সাহেব বহু দিন যাবৎ পীড়িত আছেন। তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুগণের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

৬) "আহমদী" সম্পাদক মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদারের স্বাস্থ্যে এখনও কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই। "আহমদী"র প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার খেদমতে দোয়ার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রহিল।

মোসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

উপর্য্যুপরি ঐশী নিদর্শন সমূহের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে

১৯৫৭ সনের সালানা জলসায় ২৮শে ডিসেম্বর হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী (আইঃ) 'সায়রে রুহানী' (আধ্যাত্মিক ভ্রমণ') নামক তাঁহার মহাতাত্ত্বিক ভাষণের পূর্ব্বে এই বক্তৃতা করেন এবং দ্রুত লিখন বিভাগের দায়িত্বে ইহা ১৯৫৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী, 'দৈনিক আলফজলে' প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার সাহেব

হুজুর বলেন ঃ—

আমার জীবনের কয়েকটি অধ্যায় এমন ভাবে সুচিত হয় যে, খোদাতালা তাঁহাতে আমার দ্বারা যে কাজ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছিল যে আগমনকারী ধর্ম্ম সংস্কারক আমিই। প্রথমে তো ঐ সময় উপস্থিত হয়, যখন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর মৃত্যু হয়! তখন আমার বয়স ১৯ বৎসর ছিল মাত্র আমি দেখিতে পাইলাম, কোন কোন বড় বড় প্রবীন আহমদী বলিতেন যে, অসময়ে মৃত্যু হইয়াছে। এখন তো এই সেলসেলায় টিকিয়া থাকা কঠিন। লাহোরের একজন ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার দ্বারা ডাঃ মুহাম্মদ হুসায়েন শাহ সাহেব বা ডাঃ মীর্যা ইয়াকুব বেগ সাহেবকে মনে করিতে হইবে না। তিনি অন্য একজন ডাক্তার ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার এতই 'এখলাস' (আন্তরিকতা) ছিল যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যাঁহার বাড়ী ডেরাগাজী খাঁন ছিল কাদিয়ান আনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি হজরত সাহেবের খেদমত করিতে পারেন। তাঁহার কন্যা দস্তুর মত সনদ-প্রাপ্তা ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও ডাক্তারী করিতেন। কিন্তু পরীক্ষা পাশ করা ছিলেন না। আমি লাহোরে একদিন তাঁহাদের বাড়ীতেও গিয়াছি। তাঁহাদের বাড়ীতে মহিষ ছিল এবং লাহোরে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ তাহা এমন সঙ্কটপূর্ণ সময় ছিল যে, এই প্রকার প্রাচীন মুখলেস ব্যক্তিগণ ও যাঁহারা স্ত্রীকে কাদিয়ানে এজন্য রাখিতেন যে, হজরত সাহেবের খেদমত করেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবন বৃত্তান্ত ও কথামৃত তাঁহাদিগকে সরবরাহ করেন, তাঁহারাও বলিতে লাগিলেন যে এখন তো আহমদীয়তে টিকা দায়।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) যখন ওফাত পাইলেন, তখন আমি আমার বড় বিবিকে আনার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার মাকে দেখার জন্য আমার নিকট হইতে বিদায় নিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হজরত সাহেবের ওফাত হইল। আমি একটি টমটম লইয়া এবং তাঁহাকে উহাতে সোয়ার করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। যখন আমরা পৌঁছিয়াছি, তখন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ওফাত পাইয়াছেন। তখন আমি ঐ ডাক্তারের একথা শুনিতে পাই যে, এখন আহমদীয়তে কে থাকিতে পারে? আমি ইহাতে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর মাথার পার্শ্বে দাড়াইলাম। হজরত উম্মুল মুমেনীন তো তাঁহার হিম্মৎ অনুযায়ী বলিতেছিলেন, "খোদা, আমাদের আশ্রয় তিনি ছিলেন না, তুমি ছিলে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তুমি আমাদের সঙ্গ ছাড়িবে না, এই ভরসা। তখন আমার মনেও আবেগ উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "খোদা, আমার একীন এই যে, মসিহ মাওউদ সত্য ছিলেন। তিনি ওফাত লাভ করিয়াছেন। এখন, বাহ্যিক ভাবে তাহার মিশন এবং তাঁহার শিক্ষার হেফাজতকারী কেহ নাই। আমি ছেলে মানুষ। কিন্তু হে আমার খোদা, আমি তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, যদি সমস্ত জগৎ ও তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরায়, আমি মুখ ফিরাইব না এবং আমি ঐ পর্য্যন্ত শান্ত হইব না, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত বিশ্বকে তাঁহার পদ-মূলে আনিয়া উপস্থিত করি।

এই ছিল প্রথম কার্য্য; যাহা দেখিয়া এখন এই সন্ধান পাওয়া হয় যে, প্রকৃত পক্ষে ইহা আমার মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত ধর্ম্ম সংস্কারক) হওয়ার প্রতি নির্দ্দেশ করিতেছিল, যদিও তখন আমি ইহার এই সঙ্কেতটি বুঝিতে পারি নাই।

পুনরায় এই বিষয়টি এই প্রকারে প্রকাশিত হয় যে, ১৯১৩ সনে আমি শিমলা যাই। সেখানে আমার ভগ্নিপতি নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব তাঁহার পরিজন সহ গিয়াছিলেন। শিমলার জমাত আমাকে সেখানে একটি বক্তৃতা করিতে বলিলেন। এই বক্তৃতার জন্য আমি নোট লিখিলাম এবং এই সভা সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশের খেয়াল বশতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু যে প্রেসেই গেলাম, এক-দেশদর্শিতার তার ফলে তাহারা বিজ্ঞাপন ছাপিতে অস্বীকার করিল। অবশেষে, আমি এই বিজ্ঞাপন মুদ্রণের জন্য একটি হাত প্রেস ক্রয় করিলাম যাহাতে বিজ্ঞাপন সহরে প্রচার করিয়া সভার সময় ইত্যাদি জানান হয়।

হাফেজ রওশন আলী সাহেব মরহুম (রাঃ) আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। তিনি ও এই কাজে আমার সহিত যোগ দিলেন। আমি চাহিলাম পাঁচ ছয় শত বা এক হাজার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কার্য্যটি দীর্ঘ ছিল বলিয়া কাজ করিতে করিতে রাত্রি ১২॥০টা হইল। ১২॥০টা বাজিবা মাত্র হাফেজ রওশন আলী সাহেব বলিলেন, জামিমা আপনার কি হইয়াছে। আপনি একাজ ছাড়িতেছেন না। আমি এখন শুইতেছি! এই বলিয়া তিনি মাটির উপর মাথা রাখিলেন। মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নাক ডাকা আরম্ভ হইল। আমি মনে করিলাম, হয় তো ভান করিতেছেন। কিন্তু ধরিয়া দেখা গেল যে, সত্যই তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। যাহা হোক, পর দিন বিজ্ঞাপনটি বিলি করা হইল।

ঐ সময়ের কথা, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, খোদাতা'লা আমার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার পথে বহু বধা-বিঘ্ন আছে। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম একটি পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা

আমাকে বলিলেন, তুমি এই পথে নীচের দিকে যাও। ঐ তোমার গন্তব্য! কিন্তু পথে তোমার অনেক বড় বড় বিপদ উপস্থিত হইবে। কখনও দেহহীন কাটা মুণ্ড তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে কখনো মুণ্ডহীন কলেবর তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এই সকল বালাই উপস্থিত হইয়া তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং কোন কোন সময় তোমাকে উহাদের দিকে আহবান করিয়া বলিবে, 'এদিক আস'। কিন্তু তাহাদের কথার কোন উত্তর করিবেনা। তুমি তোমার কাজ করিয়া যাইবে এবং এই বলিয়া চলিতে থাকিবে: 'খোদার ফজল ও রহমের সহিত. খোদার ফজল ও রহমের সহিত'।

আশ্চর্যের বিষয়, আমার জন্মের আলোচনা প্রসঙ্গে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হুবহু এই শব্দ গুলিই ব্যবহার করিয়াছেন। যখন ঐ ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণাকার শোহরতের সময় উপস্থিত হইল, 'তখন খোদাতা-লার ফজল ও রহমক্রমে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সন, মোতাবেক ৯ই জমাদিউল আউআল ১৩০৬হিঃ, শনিবার, মাহমুদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। (তিরিয়াকুল-কুলুব; প্রথম সংস্করণ, ৪২ পৃঃ) তারপর, আজ পর্য্যন্ত আমি যখনি কোন বিষয় লিখি, উহার উপরে এই স্বপ্ন অনুযায়ী অবশ্যই লিখিয়া থাকি, খোদার ফজল ও রহমের সহিত। আজও আমার নিকট বক্তৃতার যে নোট গুলি আছে, ঐ গুলির উপরে 'খোদার ফজলও রহমের সহিত, তিনি সহায় লিখিত আছে।

এখন দেখ, ইহা ১৯১৩ সনের ঘটনা। ইহার ৪৪ পর বৎসর উত্তীর্ণ (বর্ত্তমানে ৪৮ বৎসর। সঃ, আঃ,) হইয়াছে। কিন্তু ৪৪ বৎসরের মধ্যে আমি কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করি নাই। যখনি আমি কিছু লিখিয়াছি বা বক্তৃতার জন্য নোট প্রস্তুত করিয়াছি, সেগুলির উপরে অপরিহার্য্যক্রমে লিখিয়াছি, খোদার ফজল ও রহমের সহিত, তিনি সহায় আমি এজন্য লিখিয়া থাকি, যেহেতু খাজা মীর দরদের (রহঃ) আমি দৌহীত্র। তাঁহার পিতা খাজা মুহাম্মদ নাসের সাহেবকে খোদাতা'লা এলহাম দ্বারা জ্ঞাত করেন যে, যে ব্যক্তি তাহার কোন লিখার উপরে তিনি সহায় ('হু আন-নাসের') লিখিবে, আল্লাহতা'লা তাহার লিখাকে 'মকবুলিয়ত' দিবেন। ('মায়খানায়-দরদ, ৯২ পৃঃ)

সেই রূপ তাঁহার নিকট আসমানী জ্যোতমালার দ্বারোদ্ঘাটিত হইলে আল্লাহতালা তাঁহাকে জ্ঞাত করেন:—

ইহা একটি বিশেষ নেয়ামৎ ছিল, যাহা নবুওতের পরিবার এবং মশায়েখের সেলসেলা (খানাওয়াদা) তোমার জন্য সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তোমার দ্বারা ইহা আরম্ভ হইয়াছে এবং মসিহ মাওউদ (আঃ) এ ইহা পরিণত লাভ করিবে। (মায় খানায়-দরদ, ২৬ পৃঃ) অর্থাৎ, শেষ জমানায়, মসিহ মাওউদ (আঃ) জাহের হইবেন এবং তোমার বংশ তাঁহার বংশের সহিত মিশ্রিত হইবে। হজরত আম্মাজান হজরত খাজা মীর দরদের বংশ হইতে ছিলেন। অসাধারণ অবস্থার মধ্যে তাঁহার বিবাহ হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত হইলে পর খাজা মীর দরদ সাহেবের পরিবার হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর পরিবারের সহিত সম্মিলিত হয়। আশ্চর্যের কথা, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হজরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) সাহেব বেরীলবীকে ১৩ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (তোহফায় গোলড়াভিয়া, ৬৩ পৃঃ) আমাদের নানাজান মরহুমের এক ভগ্নির বিবাহ ভুপালে এক জন মৌলবী সাহেবের সহিত হইয়াছিল। তিনি সৈয়দ আহমদ সাহেব বেরী লবীর মুরীদ ছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি তাঁহার খলিফা নিযুক্ত করিয়া ভুপালে প্রেরণ করেন এবং সেখানে হাদিস প্রচার করিতে বলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি আমার স্বপ্ন গুলির ভুল অর্থ করিয়াছি। আমি মনে করিয়া ছিলাম যে, আমিই মাহদী মাওউদ। কিন্তু মনে হইতেছে যে, আমি প্রতিশ্রুত মাহদী নই। এখন আমার সময় নিকট বর্ত্তী। এজন্য তুমি হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। এক জনকে বাহাওলপুর এবং এক জনকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। কারণ, বাঙ্গালা হইতে তিনি বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইতে ছিলেন। আহলে হাদিসের প্রসিদ্ধ নেতা মৌলবী নজীর হুসায়েন দেহলবী সাহেব বাঙ্গালায় প্রেরিত ব্যক্তির ছাত্রদেরই এক জন ছিলেন। তখন আর একজনকে ভুপালে পাঠান হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, খোদার এলহাম কর্ত্তক ইহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে এদিকে খাজা মীর সাহেবের সহিত এই সেলসেলা মিলিত হইবে এবং অন্য দিকে হজরত নানাজান মরহুমের ভগ্নির দ্বারা তের শতাব্দীর মুজাদ্দেদের সহিত এই সেলসেলা সম্মিলিত হইবে। এই প্রকারে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) এই কথা পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি লিখিয়াছেন, খোদাতা'লা সৈয়দ আহমদ (রহঃ) সাহেব বেরীলবীকে আমার জন্য ইলিয়াস রূপে প্রেরণ করেণ। (তোহফা গোলড়াবিয়া, ১১৮ পৃঃ) হজরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) সাহেব বেরীলবী যাঁহাদিগকে তাহার খলীফা নিযুক্ত পূর্ব্বক হিন্দুস্তান পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের সহিত খাজা মীর দরদ সাহেবের দৌহিত্রীর পরিবার ছিল। এই প্রকারে উভয় দিক হইতে এই সম্বন্ধ হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর পরিবারের সহিত সংমিশ্রিত হয়।

যাহাহোক, স্বপ্নে আমাকে সেই পাহাড়াঞ্চলে যাইতে বলা হইয়াছিল আমি যাইতে আরম্ভ করিলে আমি নানা আকৃতির জন্তু দেখিতে লাগিলাম কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতীর ন্যায় মানুষ দেখাইতেছিল। কোন কোনটির মুখ মানুষের মুখের ন্যায় ছিল এবং দেহ ছিল হাতীর। কোথাও উষ্ট্র দেখিলাম। উষ্ট্র গুলির হাত পা মানুষের ন্যায় ছিল এবং দেহ ছিল উষ্ট্রের। তারপর, কোথাও মানুষ পাওয়া যাইত। দেহ আছে, মাথা নাই এই আকৃতি গুলি আমাকে জঙ্গলের দিকে ডাকিতেছিল। কিন্তু খোদাতা'লা আমাকে যে বাক্য শিখাইয়া ছিলেন, স্মরণ ছিল এবং আমি বলিতেছিলাম, খোদার ফজল ও রহমের সহিত, খোদার ফজল ও রহমের সহিত। আমি তাহাদের কাহারো কোন কথার উত্তর দেই নাই। আমি চলিতে চলিতে সেই জঙ্গলের সীমা পার হওয়ার পর নীচে পৌছিলাম।

পৌছিয়া আমি দেখিলাম পাহাড়ের উপর খোদা বসা আছেন। আমি খোদাতা'লাকে দেখিবা মাত্র বলিলাম, "খোদা' আপনার অনুগ্রহ, আপনি আমাকে এখানে মঙ্গলমতে পৌছাইয়াছেন। ইহাতে আল্লাহতালা আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ মসিহ মাওউদ আমার নবী। ইহার উপর একীন রাখীবে। যদি চাও, এই পর্ব্বতাঞ্চলে যাইতে পার। কিন্তু আমি বলিলাম, আমি সেখানে আবার যাইতে চাই না। আমি এখন এখানেই থাকিব। যাহাহোক, আমি তখন খোদাতা'লার মুখ হইতে শুনিলাম যে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার নবী। এই ছিল দ্বিতীয় মৌকা, যখন খোদাতা'লা আমাকে কার্য্যতঃ মুসলেহ মাওউদ হওয়ার প্রতি "খোদার ফজল ও রহম' শব্দগুলির দ্বারা মনোযোগী করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি তবু মুসলেহ মাওউদ হওয়া অস্বীকারই করিলাম খাজা কামালুদ্দীন সাহেব বারম্বার লিখিয়াছেন, আপনি মুসলেহ মাওউদ হইয়া থাকিলে 'কছম' পূর্ব্বক বলুন। আমি মনিব। (আন্দরুনী এখতে লাফাতে সেলসেলা আহমদীয়া কে আসবাব. ৭৪ পৃঃ) কিন্তু আমি বলিলাম যে, খোদাতা'লা আমাকে না বলা পর্য্যন্ত আমি 'কছম' করিতে পারি না। যখন খোদাতা'লা আমাকে পরিষ্কার কথায় বলিবেন যে, 'তুমি মুসলেহ মাওউদ' তখন আমি আমাকে মুসলেহ মাওউদ বলিব। নচেৎ, যে পর্য্যন্ত খোদা আমাকে বলিবেন না, আমি আমাকে মুসলেহ মাওউদ বলিব না।

১৯৪৪ সনে আল্লাহ-তালা আমাকে বলিলেন, 'তুমি মুসলেহ মাওউদ' ইহাতে আমি একটি জলছা হুসিয়ারপুর যাইয়া করিলাম। সেখানে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী জ্ঞাত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় জলসা লাহোরে করি। সেখানে আমার নিকট এই ভবিষ্যদ্বানী সম্বন্ধে প্রকাশিত হইল যে, আমিই ইহার অভীষ্ট। তৃতীয় জলসা লুধিয়ানায় করা হইল। সেখানে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সর্ব্ব প্রথম বয়েত গ্রহণ করেন। চতুর্থ জলসা দিল্লী করিয়াছি। কারণ, দিল্লীতে মীর দরদের (রহঃ) বংশধরেরা মাহদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উভয় পরিবার এক হন।

তৃতীয় নিদের্শন তখন প্রকাশিত হইয়াছিল, যখন হজরত খলিফা আউআল রাজি আল্লাহু আনহু ওফাত প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, এক নিদর্শন প্রকাশিত হয় হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ওফাতের পর। দ্বিতীয় নিদর্শন অন্য প্রকারে হজরত খলিফা আউআল (রাঃ) ওফাতের পর প্রকাশিত হয়। হজরত খলিফা আওআলের (রাঃ) অসুস্থতার সময় আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জুমা পড়াইয়া নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেব মরহুমের বাড়ীর দিকে যাইতেছি। আমি গাড়ীতে বসা আছি। তখন আমি জানিতে পারিলাম যে, হজরত খলিফা আওআল (রাঃ) ওফাত পাইয়াছেন। ফলে, তাহাই হইল। আমি সেদিন জুমার নামাজ পড়াইয়া নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেব মরহুমের গাড়ীতে বসিয়া তাহার কুঠির দিকে যাইতেছি, এমন সময় পথে আমি সংবাদ পাইলাম যে, হজরত খলিফা আউআল (রাঃ) ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। নওয়াব সাহেবকেই হজরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) তাঁহার অছিয়ত লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কামরায় পাঠ করিতে দেন। তারপর তাঁহাকেই তিনি এই অছিয়ত রাখিবার জন্য দেন এবং বলেন যে, আপনার নিকট রাখুন পরে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। তখন সেখানে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ও দৌড়াইয়া উপস্থিত হন।

বাতাসা বন্টন হইতেছে। তিনি তাঁহার অংশ গ্রহণ করিবেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁহার সহিত আরো বন্ধু ছিলেন। সম্ভবতঃ শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব ছিলেন, কিম্বা ডাঃ মীর্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব ছিলেন। আমার ইহা স্মরণ নাই। যাহা হোক, খাজা কামালুদ্দীন সাহেব ছিলেন না। কারণ, তিনি তখন বিলাতে ছিলেন তাঁহারা আসিয়া মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব আমার সহিত আলাপ করিতে চান বলিয়া আমাকে খবর করিলেন। আমি বাহিরে আসিলে, আমাকে কাদিয়ান হইতে 'খারার' দিকে যে পথ গিয়াছে, সেই দিকে লইয়া যাওয়া হইল। কিছু দূর যাওয়ার পর বলা হইল, "মিঞা সাহেব, জামাতের জন্য বড়ই সঙ্কট সময় উপস্থিত।" আমি বলিলাম, "মৌলবী সাহেব, সম্পূর্ণ ঠিক কথা।" তিনি বলিতে লাগিলেন, "মৌলবী সাহেব (অর্থাৎ হজরত খলিফা আউআল রাঃ) তো বড়ই বুজুর্গ ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট বয়েত হইয়াছিলাম। এখন কি হইবে?" আমি বলিলাম, "মৌলবী সাহেবের নিকট আমরা বয়েত হওয়ার কারণ শুধু এই ছিল না যে, তিনি ছিলেন একজন বড় বুজুর্গ। জমাতের একতা এক হাতে সংরক্ষিত হয়, সেই ছিল কারণ সেই প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে। এজন্য মৌলবী সাহেব ওফাত প্রাপ্ত হওয়ায়, আমরা অন্য কোন হাতে একত্রীভূত হইব। সব চেয়ে ভাল জমাতের নিকট এই বিষয় উপস্থিত করা হয়। জমাত যাহাকে মনোনীত করে, তাঁহার হাতে বয়েত করা হয়। মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব বলিতে লাগিলেন, "আপনি একথা এজন্য বলিতেছেন যেহেতু আপনি জানেন যে, জমাত কাহাকে নির্ব্বাচন করিবে। আমি বলিলাম, যদি আপনার মতে জমাত আমাকে মনোনয়ন করিবে, তবে আপনার আপত্তি কি? কিন্তু আপনার মনে এই প্রকার কোন কুৎসিৎ সন্দেহ থাকিলে, আমি দাঁড়াইয়া আপনার নাম পেশ পূর্ব্বক বলিব যে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের হাতে সকলেই বয়েত হউন। তখন আমার বন্ধুও সাথীরা নিশ্চয়ই আপনার হাতে বয়েত হইবেন। ঝগড়া মিটিবে। আপনি খলিফা হইবেন।"

অতঃপর আমি আমাদের পরিবারের সকলকে একত্রিত করি। তাঁহাদের মধ্যে নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব এবং মিঞা বশীর আহম্মদ সাহেব এবং যথা সম্ভব আমাদের নানাজান মীর নাসের নাওয়াব সাহেব ও ছিলেন। তাঁহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমি বলিলাম "দেখুন, এখন জমাতের জন্য বড়ই ফেৎনার সময় উপস্থিত! যদি আমরা এই সময়ে টিকিয়া না থাকি। ইহার ফলে জমাত কিয়ামত পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিবে।" তারপর আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে আমি মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে বলিয়াছি আমি তাঁহার নাম পেশ করিব। জমাত তাঁহার নিকট বয়েত হইবে। যদিও তিনি অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন, তবু আমি মনে করি এখনো তাঁহার নাম আমি উপস্থিত করিলে এবং আপনারা আমার সমর্থন করিলে, সমস্ত জমাত এদিকেই চলিবে। এজন্য আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন, আমি কি করিব? এই কি সমীচিন হইবে না যে আমি মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে বলিয়া দেই যে, আমি তাঁহার নাম উত্থাপন করিব? আমার স্মরণ আছে তখন সর্ব্ব প্রথম নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন ঠিক কথা। কোন ব্যক্তি বিশেষের খেলাফত আমাদের লক্ষ্য বস্তু হইল জমাতের একতা। আপনি তাঁহার নাম উত্থাপন করিবেন। আমরা সকলে আপনার সমর্থন করিব। নানাজান মরহুম, অবশ্য। কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা এইরূপ ব্যক্তির নিকট কিরূপে বয়েত হইতে পারি?" আমি বলিলাম আপনি করিবেন না। আমি তো করিব। আমি বয়েত হওয়ার পর আপনি অন্য কাহাকেও তালাস করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আপনার দৃষ্টি তো আমারই উপর? আমি যাহা হোক মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট বয়েত নিব। তারপর আপনি যাহা খুশী করিবেন। ইহাতে তিনিও থামিলেন।

কিন্তু খোদার কুদরত। অল্পক্ষণ পরে এই বার্ত্তা নিয়া এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া উপস্থিত "মুসজিদ নূরে বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন এবং আপনাকে ডাকিতেছে। আমি সেখানে গেলাম। আমি ইহাই মনে করিয়াছিলাম যে আমি মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের হাতে দীক্ষা নিব। কিন্তু খোদাতালা চাহিতেছিলেন আমার দ্বারা কাজ নেওয়া। মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব কি প্রকারে দাঁড়াইতে পারিতেন? আমি সেখানে পৌঁছিলে মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেব মরহুম বলিলেন, "হাত বাড়ান এবং বয়েত নেন।" বয়েত গ্রহণ করিবার ভাষা নির্দ্দিষ্ট আমার স্মরণ ছিল না। আমি বলিলাম বয়েত নেওয়ার ভাষা আমার স্মরণ নাই মৌলবী সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমার স্মরণ আছে। আমি বলি, আপনি পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে তো মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তখন বলিলেন, আমি কিছু বলিতে চাই। আমার কথা শুনুন। ইহাতেই হৈ-চৈ উপস্থিত হইল। সমবেত আহমদী বলিয়া উঠিলেন, আমরা কিছু শুনিতে চাই না।

বসুন বসুন। এত শোর হইল যে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ভাবিলেন হয় তো ইহারা তাঁহাকে বধ করিবে। ভয়ে তিনি বসিয়া পড়িলেন। জমাত আমার নিকট বয়েত নিল। তারপর তিনি লাহোর যাইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন এবং এত সব মিথ্যা রটনা করিলেন যে, স্মরণে লজ্জা বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে আমি একবার বড় মসজিদে যেখানে হজরত খলিফা আওআল (রাঃ) 'দরস' প্রদান করিতেন, কোরআন করীমের 'দরস' দিতেছিলাম। তিনি ও কোন কার্য্য উপলক্ষে ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। পরে, তিনি বলিলেন যে, এখন তাঁহার কাদিয়ানে থাকা অসম্ভব। ছেলেরা তাঁহার প্রতি ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে এবং তাহাকে অপমান করিতে করিতে তাঁহার কুঠি পর্য্যন্ত ধাবন করিয়াছে। আমি বলিলাম, নাম বলুন। আমি এখনি ছেলেদিগকে ডাকিয়া শাস্তি দিতেছি। তারপর, আমি মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে বলিলাম যে, ছেলেরা তো অস্বীকার করে। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা পাথর ছুড়ে নাই। একটি ছেলেকে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, 'চল' মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে ঢিল দেই। অন্য কথায় এই টুকু কথা ছিল। কিন্তু সেজন্য ও আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, যে, আমি ছেলেদের পক্ষ হইতে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি এবং তাহার মুখে কথা কি জানিতে আসিয়াছি। তখন তিনি আমাকে ঐ কথা বলেন। কিন্তু আমার ক্ষমা প্রার্থনা শুনিয়া ও তিনি বলিতে লাগিলেন যে, এখন

তাঁহার কাদিয়ানে থাকা সঙ্গত নয়। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইহা আপনার মহবুব (প্রিয়) ধর্ম্ম গুরুর বাসস্থান। ইহা ছাড়িবেন না। যে প্রকার হেফাজতের কথা বলিবেন, ব্যবস্থা করিতেছি বা যে প্রকার ঘোষণা আপনি করিতে চান, জমাতের নিকট করিতেছি। আপনি কাদিয়ান ছাড়িবেন না। কারণ, কাদিয়ান আপনার এবং আমার 'মহবুবের ভূমি। ইহাতে প্রথমতঃ তিনি বলিলেন 'বেশ ভাল, আমি যাইবনা। কিন্তু চতুর্থ দিন জানা গেল যে শুধু তিনি যান নাই, বরং আমাদের লাইব্রেরীর কেতাব গুলিও সঙ্গে নিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার প্রথম চুরি। লাইব্রেরীর যত পুস্তক তাঁহার নিকট থাকিত, তিনি যাহাতে তদ্বারা কোরআন করীমের অনুবাদে সাহায্য গ্রহণ করেন ঐ সমুদয় নিয়া তিনি প্রস্থান করেন।

কাজি আমীর হুসেইন সাহেব (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং হজরত খলিফা আউয়ালের (রাঃ) অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, আহমদীগণের মধ্যে বড়ই উত্তেজনা পাওয়া যায়। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি খালের উপর যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কেতাবগুলি ছিনিয়া নিয়া আসি। আমি বলিলাম, 'কাজী সাহেব' ইহাতে কোন লাভ নাই। যদি এক ব্যক্তি ধর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তবে তো সে এত বড় জিনিষ ছাড়িয়াছে যে, উহার তুলনায় হাজার দুই হাজার টাকার পুস্তক আমরা হারাইয়া থাকিলে ক্ষতি কোথায়? সেতো দিয়ারে মহবুব (প্রিয় ধর্ম্ম গুরুর বাসস্থান) ত্যাগ করিয়াছে। জমাত ছাড়িয়াছে। আমরা শুধু কয়েকটি কেতাব ত্যাগ করিয়াছি। এজন্য আপনি যাইবেন না। তিনি আমার কথা পছন্দ করেন নাই এবং আমার শিক্ষক বলিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিঞা, সেলসেলার মালের দরদ আপনার নাই। আমি বলিলাম, সেলসেলার ইজ্জতের দরদ অপনার নাই। এই প্রকারে এই ছিল তৃতীয় ঘটনা যদ্বারা খোদাতা'লা ইহা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি আমার দ্বারা কাজ নিতে চান এবং যে কেহ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, আল্লাহতালা তাহাকে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য্য করিতে চাহেন তিনি তাহারই হাতে তাহার অবমাননার ব্যবস্থা করেন। এখন দেখ, যদি মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব তখন মানিয়া লইতেন এবং আমি দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতাম যে, সমস্ত জমাত মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট বয়েত নেয়, তবে নিশ্চিতই তখন লোকের মনের এমনি সকরুণ অবস্থাছিল এবং মনের মধ্যে এতই ভয় কাজ করিতে ছিল যে, তাঁহারা আমার কথায় অস্বীকার করিতেন না। কারণ, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ওফাত পাওয়ার কয়েকটি বৎসর মাত্র হইয়াছে এবং হজরত খলিফা আওউআলের (রাঃ) ওফাতের ফলে মনে ভীতীর সঞ্চার হইয়াছিল। তারপর, আমার প্রতি জমাতের মহব্বতের একটি নূতন কারণ উপস্থিত হয়। ১৯১২ সনে আমি হজ করিয়া আসিবার পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯১৩ সনে আল ফজল প্রতিষ্ঠিত করি। এই পত্রিকা জমাতের নিকট অত্যন্ত আদরনীয় হইয়া ছিল। একারণেও আমার প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষন ছিল। তারপর, মকবুলিয়তের কারণ ছিল হজরত খলিফা আউআল (রাঃ) ও ইহাতে কোন কোন প্রবন্ধ লিখিতেন। ঐ গুলিতে পয়গামীদিগকে ভর্ত্সনা করা হয়। এক স্থানে তো তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন, হাজার মালামত পয়গামের প্রতি। ইহা পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে যুদ্ধের পয়গাম দিয়াছে এবং যুন ফেকতের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং যদি আমি বলিতাম যে, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের বয়েত করা হউক, তবে লোকে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট বয়েত হইত কিন্তু খোদাতা'লার অভিপ্রেতছিল এই কাজ তাঁহার দ্বারা নেওয়া হইবে না, আমার দ্বারা নেওয়া হইবে। সুতরাং খোদাতা'লা আমাকেই দাঁড় করিলেন এবং তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন।

ইহা তৃতীয় দৃষ্টান্ত এই কথার যে, মোসলেহ মাওউদের জন্য খোদাতালা উযুপার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার অঙ্গুলী বারম্বার ইহাই সংকেত করিয়াছে যে আমিই সেই ব্যক্তি যাহার দ্বারা খোদাতালা এই কাজ নিতে চান। তারপর আমার কার্য্যের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজ মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব কৃত কোরআন করীমের তফসীর ও বিদ্যমান এবং আমার তফসীর ও আছে। তাঁহার তফসীর তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

১৯৯৫ পৃষ্ঠা আমার কৃত তফসীরে কোরআনের এখন পর্যান্ত ৩৩৬৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুকম্মল হইয়াছে। ১৩৫৪ পৃষ্ঠায় এখন তফসীর সগীর ও ছাপিয়াছে। যদি তফসীরে কবীর সম্পূর্ণ হয় তবে আমার মনে হয় উহা সাত হাজার পৃষ্ঠার কেতাব হইবে। ইহার তুলনায় মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের কেতাব মাত্র বিশ শত পৃষ্ঠার। তারপর যদি অন্যান্য পুস্তক দেখা হয়। যেমন 'দাওয়াতুল আমীর' প্রভৃতি এবং উহাদের পৃষ্ঠা ও ধরা হয় তবে আমার তফসীর সম্ভবতঃ বিশ সহস্র পৃষ্ঠারও উপরে হইবে। মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের কেতাবগুলি ইহার মুকাবিলা রাখা হইলে, তাহা একান্তই তুচ্ছজনক প্রতীত হইবে।

তারপর মুবাল্লেগগণকে দেখ আল্লাহতালা আমাকে ইউরোপে ইসলামের তবলীগ করিবার শক্তি দিয়াছেন। শেখ মুহাম্মদ তোফেইল সাহেব গয়ের মুবল্লিগগণের মুবাল্লেগ। আজ কাল তিনি আমষ্টাডাম/(হেগ) কাজ করিতেছেন। একবার তিনি "পয়গাম সোলাহ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে এইক্ষণ পাশ্চাত্য জগতে হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, স্পেন, এবং সুইজারল্যাণ্ড মুবাল্লিগগণের অর্থাৎ রাবওয়াহর মুবাল্লেগ কাজ করিতেছেন। সকলেই শিক্ষিত মুসলিম যুবক। ৭-৮ বৎসর এই সকল দেশে বাস করার ফলে পাশ্চাত্য ভাষাগুলিও যথার্থরূপ আয়ত্ব করিয়াছেন তাঁহারা ঐ সকল ভাষায় লিখার এবং বক্তৃতা করিবার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণ, ডাচ এবং ইংরাজী ভাষাতে ও তাঁহাদের নিকট বেশ সাহিত্য আছে।

(পয়গামসুলাহ, ২১শে জুলাই ১৯৫৪)

বস্তুতঃ আল্লাহতালা আমাকে তৌফিক দিয়াছেন। স্পেনে আমি করম এলাহী জাফরকে পাঠাইয়াছি। ফ্রান্সে মালিক আতাউর রহমানকে পাঠাইয়াছি। হল্যাণ্ডে হাফেজ কুদরতুল্লাহ এবং গোলাম আহমদ সাহেব বশীরকে পাঠাইয়াছি। তারপর মৌলবী আবু বকর আইয়ুব ইন্দোনেশিয়ানকে পাঠান হইয়াছে। ইব্রাহীম খলীলকে ইটালী সিসিলী ও ফ্রি টাউনে পাঠান হইয়াছে। শেখ রশীদ আহমদকে ডাচ গিনি পাঠান হইয়াছে এবং খলীল আহমদ নাসের আমেরিকায় কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। পূর্ব্বে মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব সেখানে কাজ করেন তারপর মাষ্টার মুহাম্মদ দীন সাহেব করেন। তারপর সুফি মু তউর রহমান সাহেবকে পাঠান হয়। এখন কাজ করিতেছেন খলীল আহমদ নাসের। সেইরূপ আমেরিকায় আরো বহু মুবাল্লেগ কাজ করিতেছেন।

বস্তুত; মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব অপেক্ষা অধিক পুস্তক লিখিবার তৌফিক আমি পাইয়াছি। তারপর ঐ সকল পুস্তকের সঙ্গে মুবাল্লেগ প্রেরণের প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া পুস্তক কোন কাজ করিতে পারে না। খোদ তা'লা তাহাও পূর্ণ করিবার তৌফিক আমাকে দিয়াছেন। কারণ ইয়ুরোপীয়ানেরা ইসলাম জানে না যে পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বুঝানর জন্য কেহ না থাকে শুধু কেতাব তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলে কোন উপকার হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মুবাল্লিগগণ এই সকল কেতাবের দ্বারা (যেমন আপনারা বশীর আহামদ আর্চার্ডের বক্তৃতায় বা মালিক আজীজ আহমদ সাহেবের বক্তৃতায় শুনিয়াছেন) ঐ সকল স্থানের অবস্থাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আমাদের মুবাল্লেগ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মঃ সুকর্নোকে কোরআন শরীফ পেশ করিয়াছিলেন। ইহার ফটো প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহাকে কোরআন শরীফ দেওয়ার সময় তিনি দাঁড়াইয়া তাহা গ্রহণ করেন। উহাকে চুম্বন করেন এবং মাথার উপরে ধারণ করেন। আমাদের মুবাল্লেগও তখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান ছিলেন। তারপর তিনি নিজেই চান যে উহার নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়। সেই নির্ঘণ্ট এখন তফসীরে সগীরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা যখন ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া বিদেশে পৌঁছিবে তখন লোকে জানিতে পারিবে যে, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নির্ঘণ্ট উহার তুলনায় কিছুই নয়

নোট :—প্রবন্ধ খানা ১৯৬০ ইং সালের "মোসলেহ মাওউদ সংখ্যার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সংখ্যায় সময়াভাবে দেওয়া যায় নাই বলিয়া মনে হয়। যা হোক, এই সংখ্যায় দেওয়া গেল ত্রুটি মার্জ্জনীয়। সঃ, আঃ।

আমি হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, মোসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ইং তাঃ এ হুশিয়ার-পুরের ঐতিহাসিক সভায় অতীব জোরের সহিত ঘোষণা করেন :—

"আমি খোদাতালার আদেশানুযায়ী হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, খোদা-তালা আমাকে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্য-দ্বানী অনুযায়ী তাঁহার ঐ প্রতিশ্রুত পুত্র বলিয়া অভি-হিত করিয়াছেন, যাঁর দ্বারা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।"

"আলফজল ২।৪।১৯৪৪ ইং।"

১২ই মার্চ্চ ১৯৪৪ ইং তারিখে লাহোরের এক বিরাট জন সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে ও হুজুর (আইঃ) উপরোক্ত ঘোষণা করেন এবং বলেন :—

"এই লাহোর সহরের ১৩নং টেম্পল রোডে অবস্থিত জনাব শেখ বশীর আহমদ সাহেব এড-ভোকেট (বর্ত্তমানে লাহোর হাইকোর্টের জজ) এর বা ড়ী তে খো দা তা লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমিই মোসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্য-দ্বাণীর সত্যতা পূর্ণকারী এবং আমিই ঐ মোসলেহ মাওউদ যাঁর দ্বারা ইসলাম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিবে এবং তৌহীদ বিশ্বময় কায়েম হইবে।'

"আলফজল—
১৫-৩-১৯৪৪ ইং।"

সাইয়্যেদানা হজরত মোসলেহ মাওউদ মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আইঃ) আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান নেতা

তারিখ পয়দায়েশ—১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ ইং।

আধ্যাত্মিক শরাবনতহুরার খনি
"রাবওয়াহ"

এই আধ্যাত্মিক শরাবনতহুরার খনির রহিয়াছে পাঁচ শতাধিক ডিপো দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে। রাবওয়াহ হইতে ইহা সরবরাহ করা হয় হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর গোলাম (মিশনারী)গণের দ্বারা। মিশনারীগণ ইহা পান করাইয়া থাকেন রুহানী তৃষ্ণাতুর-গণকে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ অমুসলমান গোলামী এখতেয়ার করিয়াছেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে কতিপয় লীডিং ডিপোর (মিশনের) নাম দেওয়া গেল।

আধ্যাত্মিক শরাবনতহুরার কতিপয় ডিপো

১) নাইজেরীয়া (পশ্চিম আফ্রিকা)
২) লাইবেরিয়া ঐ
৩) সিরালিউন ঐ
৪) গানা ঐ
৫) দারুস-সালাম (পূর্ব্ব আফ্রিকা)
৬) নাইরোবী ঐ
৭) মোম্বাসা ঐ
৮) টেবুরা ঐ
৯) জুনজুয়া ঐ
১০) ইউগাণ্ডা ঐ
১১) মুরোগোর ঐ
১২) বো ঐ
১৩) কঙ্গো
১৪) রোডেশিয়া
১৫) সল্টপণ্ড
১৬) হ্যামবার্গ (জার্ম্মাণী)
১৭) ত্রিনিদাদ (ওয়েষ্টইণ্ডীজ)
১৮) নিউরেমবার্গ (জার্ম্মাণী)
১৯) গ্রানাডা ঐ
২০) সিংহল
২১) বর্ম্মা
২২) ডাচগিয়ানা
২৩) হল্যাণ্ড
২৪) স্কাণ্ডেনেভিয়া
২৫) সুইজারল্যাণ্ড
২৬) লণ্ডন
২৭) স্পেন
২৮) নিউইয়র্ক (আমেরিকা)
২৯) ওয়াশিংটন ঐ
৩০) চিকাগো ঐ
৩১) লস এঞ্জেলস ঐ
৩২) ডায়ট্রায়ট (আমেরিকা)
৩৩) ডায়টন (আমেরিকা)
৩৪) জাভা (ইন্দোনেশিয়া)
৩৫) সুমাত্রা ঐ
৩৬) পাডাং ঐ
৩৭) জাকার্ত্তা ঐ
৩৮) জাবিলটোন (বর্ণিয়ো)
৩৯) লাবোয়ান ঐ
৪০) বানাও ঐ
৪১) মারিশাস
৪২) দামেস্ক
৪৩) লেবানন
৪৪) মসকত
৪৫) সিঙ্গাপুর
৪৬) ফেলিস্তিন
৪৭) ফিলিপাইন

ইত্যাদি।

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) দ্বারা ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্ববাদ গ্রহণকারী কতিপয় ইউরোপীয়ান ভূপর্য্যটক

নারায়ণগঞ্জ হইতে শেষ বিদায় কালে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ—

"আপনাদের জীবনের মাটো কি ?"

হাঁসি মুখে উভয়ে উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

"ভ্রমণ শেষে রাবওয়াহ আসিয়া ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া স্বদেশে ইসলাম প্রচার করা।"

বামে—মিঃ পীরর পীরশ (ফ্রান্স)

ডাইনে—মিঃ ফ্রাঞ্জ গ্রোবার (জার্ম্মণী)

মিঃ ফ্রাঞ্জ এভার হার্ডট (জার্ম্মাণী)

নারায়ণগঞ্জে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ—

"বর্ত্তমান সফরে কিসে আপনী সব চেয়ে অধিক আনন্দ পাইয়াছেন ?"

উত্তর দিলেন ঃ—

"হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ লাভে।"

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আঃ) এর কতিপয় চ্যালেঞ্জ

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর জন্মগ্রহণের প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৬ ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ভবিষ্যদ্বানীতে তাঁহার যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল 'ভিনি আল্লাহতালার বাক্য প্রাপ্ত হইবেন।'' এই ভবিষ্বানী অনুযায়ী আল্লাহতালা তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন। স্বীয় বাক্য দ্বারা তাঁহার এই প্রিয় বান্দাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন! আল্লাহতালার নিকট হইতে বাণী প্রাপ্তির ফলেই হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর আধ্যাত্মিক শক্তি এত মজবুত যে, কোন কোন বিষয়ে তিনি সমস্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। নিম্নে কতিপয় চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করা গেল।

১। দোয়ার চ্যালেঞ্জ ঃ—

ক) হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর দোয়া যে আল্লাহতালা কবুল করিয়া থাকেন, এই সম্বন্ধে একমাত্র আহমদীগণই নহে! বরং গয়ের আহমদী এবং গয়ের মুসলীমগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। দোয়া সম্বন্ধে সমস্ত জগদ্বাসীকে চ্যালেঞ্জ করা খোদাতালার বাক্য প্রাপ্তি ও তাঁহার সহিত সম্পর্কের জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি বলিয়াছেন ঃ—

''হজরত মসিহ মাওউদ (আইঃ) এর পর আমি সমস্ত দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, যদি কেহ এমন লোক থাকে যে ইসলামের মোকাবেলায় তাহার ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস রাখে, তবে আসুক ও আমার সহিত দোয়াতে মোকাবেলা করুক। তখন সমস্ত দুনিয়াবাসী দেখিবে খোদাতালা কাহার দোয়া কবুল করেন। আমি দাবী করিয়া বলিতেছি যে, ইনশ আল্লাহ আমার দোয়া কবুল হইবে।'' "আলফজল ২৩।১০।১৯১৭ ইং।''

খ) বাহাই সম্প্রদায়ের প্রাক্তন নেতা জনাব শওকে আফেন্দী সাহেবকে আহ্বান করিয়া বলেন ঃ—

''আমি একটি ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা। তদ্রুপ আপনিও একটী ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া দাবী করিতেছেন। আসুন আমরা উভয় সম্প্রদয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করি দোয়া দ্বারা। আপনার দোয়া কবুল হইলে আপনাদের এবং আনার দোয়া কবুল হইলে আমাদের মতবাদ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে)'' এই চ্যালেঞ্জ প্রদানের পব প্রায় ২০ বৎসর জীবিত থাকা সত্ত্বেও বাহাই নেতা কোন উত্তর দেন নাই। (এই চ্যালেঞ্জটীর আসল এবারত খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় না প্যওয়াতে মূল কথাটি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করা গেল। জনাব মওলান্য আবুল আতা সাহেব কৃত ''বাহাই মযহব পর তবসেরাহ'' নামক কেতাবে ইহা আছে। সঃ, আঃ।

২। কোরআন করীমের তফসির লিখিবার চ্যালেঞ্জ ঃ—

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) কোরআন করীমের তফসির লেখায় তাঁহার সহিত মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন সময়ে আলেমগণকে আহ্বান করিয়াছেন! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন আলেমই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন ঃ—

ক) কোরআন করীমকে আমি বুঝিয়া পাঠ করিয়াছি এবং ইহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। এখন আমি এমন উপযুক্ত যে, বিরুদ্ধবাদী সমস্ত আলেমকে মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ দিতেছি। তাহারা কোরআন করীমের যে কোন আয়েৎ নিয়া আমার সহিত আল্লাহর কালামের তফসির বর্ণনায় মোকাবেলা করুন। আল্লাহর সাহায্যে আমি এমন তফসির বর্ণনা করিব যে দুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।'' মেসবাহ ১৫।১।১৯৩০ ইং।"

খ) লটারী দ্বারা কোরআন করীমের কোন স্থান বাহির করুন। আর যদি ইহা না হয়, তবে যে স্থান সম্বন্ধে আপনারা সুদক্ষ! বরং কোন স্থান সম্বন্ধে যত কাল খুশী আপনারা ভাবনা চিন্তা করুন। এবং ঐ স্থানটী আমাকে না জানাইয়া গোপন রাখুন। অতঃপর আমার সহিত মোকাবেলার তফসির লিখুন। দুনিয়া তৎক্ষণাৎ দেখিবে এলমের দ্বার আমার প্রতি উন্মুক্ত হয়, নাকি আপনাদের প্রতি।'' ''আলফজল ৭।৩।১৯৩০ ইং!''

৩। হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ফজিলত বর্ণনার চ্যালেঞ্জ ঃ—

লাহোরের একটি পত্রিকায় আহমদীগণ হজরত রসুল করীম (দঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না বলিয়া মিথ্যা অপবাদ প্রকাশিত হইলে তদোত্তরে হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) বলেন :—

... .আমি আবার বলিতেছি। যদি তাঁহারা সত্য অন্তঃকরণে মনে করেন যে, হজরত রসুল করীম (দঃ) এর মান মর্য্যাদা ও মহব্বত আমাদের চেয়ে তাঁহাদের অন্তঃকরণে অধিক তবে আমি তাঁহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের আলেমগণকে প্রস্তুত করুন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ফজিলত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখুন আমিও এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিব। তারপর দুনিয়া দেখিবে যে, আমার একটী প্রবন্ধের মোকাবেলায় তাঁহাদের দশ বিশটি প্রবন্ধের মূল্য কত। এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রকৃত ফজিলত কি আমি বর্ণনা করিতে সক্ষম, নাকি তাঁহারা।''

"খোৎবা জুমা, ১৫।৮।১৯৩৭ ইং।

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর দোয়া ও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

মোঃ আহসানউল্লাহ সিকদার

১৯৪২ ইং সালের প্রথম ভাগে বৃটীশ সরকার যখন বর্ম্মা ছাড়িয়া আসেন তখনকার কথা। আমি সহর ছাড়িয়া আশ্রয় নিয়াছিলাম গ্রামে এক ভায়তীয়ের বাড়ীতে। অরাজকতার অত্যাচার তখন পূর্ণোদ্দমে চলিয়াছিল ভারতীয়গণের উপর তখনকার নরহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতির কথা মনে হইলে এখন ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ঐ বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম, আমি একটী ছোট কোষা নৌকায় বসা! নৌকা খানা আকিয়াব কোষ্টের বাহিরে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে আমার ছোট নৌকাখানা এখনই ডুবিয়া যাইবে মনে করিয়া খুব জোরের সহিত দোয়া করিতে লাগিলাম। তখন প্রত্যেকটী ঢেউ দেখিয়া মনে করিতেছিলাম যে, বোধ হয় এইটিই আমার নৌকাখানা তলাইয়া দিবে। দোয়া করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ও আমার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরণ বন্ধ হইয়া আসিল, তখন আওয়াজ আসিল: "ভয় করিবেন না। ভয়ের কিছুই নাই। এই নৌকা ডুবিবার নৌকা নহে।" আওয়াজ শুনা মাত্রই চিনিতে পারিলাম যে ইহা হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর গলার স্বর। আওয়াজ চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে ফুলিয়া গেলাম যে, আমি নিরাপদে দেশে পৌছিব। কারণ হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর বাক্য আল্লাহতালা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'হুজুর! আমি কখন পৌছিব? "আবার আওয়াজ আসিল, "এক ঘণ্টা পর।"

আমার ঘুম ভাঙ্গিল আর সঙ্গে সঙ্গে এই আশা ফুটিল যে, এই যুদ্ধে যত আপদ বিপদ, যত কষ্টই হউক না কেন, একবার দেশে না গিয়া আমি মরিবনা। কারণ, হজরত মোসলেহ মাওউদ (প্রাইঃ) এর বাণী আল্লাহতালা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।

এক ঘণ্টার অর্থ কি?

তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগিল যে, এক ঘণ্টার অর্থ তো আর এক ঘণ্টা হইতে পারে না। ইহার তাবির করিতে হইবে। কোরআন করীম অনুযায়ী এক এর তাবির এক হাজার, দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার। সুতরাং প্রথমে হাজার ঘণ্টার, তারপর দশ হাজার ঘণ্টার ও সর্ব্বশেষে পঞ্চাশ হাজার ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে ৫০ হাজার ঘণ্টায় হজরত মোসলেহ মাওউদ এর বাণী পূর্ণ হইল। আমি ঐ স্বপ্নের ২ হাজার ৮৩ দিন, অর্থাৎ ৫ বৎসর ৮ মাস ও কয়েক দিন পর (তারিখ স্মরণ না থাকায় পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেল না)।

১৯৪৭ ইং সালের শেষাংশে সপরিবারে দেশে আসিলাম।

২) ১৯৪৫ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ছিলাম লোয়ার বর্ম্মার বেসীন সহরে। বৃটিশ বোমারু বিমানগুলি তখন এত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল যে, প্রত্যহ ১০।১৫ বার সেল্টারে যাইতে হইত। সহরের অধিকাংশ লোক তখন বাহিরে থাকা আরম্ভ করিল। অন্যের দেখাদেখি আমিও সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে যায়গা ঠিক করিয়া সেখানে ঘর তৈরী করিবার জন্য লোক ঠিক করিলাম। তখন স্বপ্নে দেখি যে, হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) আমাকে বলিতেছেন: "সহর ছাড়িয়া বাহিরে যাইবেন না।" আমি বলিলাম, "হুজুর! আর তো সহ্য হয় না।" আলাপ ইংরাজীতে হইতেছিল। হুজুর এর শেষ বাক্য ছিল: "আর অল্পকাল অপেক্ষা করুন"

আমার ঘুম ভাঙ্গিল। যে বন্ধুর সাথে একত্রে বাহিরে যাইবার প্রোগ্রাম ছিল, ঐ বন্ধুকে বলিলাম যে, প্রোগ্রাম বাতেল। আমার স্বপ্নের উপর বন্ধু মহলের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তবে তিনি বলিলেন যে, "অল্প সময়" অর্থ কি? এই "অল্প সময়ের" চিন্তায় সারা দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে আবার নিদ্রা গেলাম গত রাত্রির ন্যায় আবার দেখা দিলেন হুজুর স্বয়ং। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলাম। "হুজুর! আপনি যে আমাকে অল্প সময় অপেক্ষা করিতে আদেশ দিলেন, এই অল্প সময় অর্থ কি?" হাসি মুখে উত্তর দিলে: "তিন মাস।" এই উভয় স্বপ্নে আমি হুজুর (আইঃ)কে এমন অবস্থায় দেখিয়াছি যেন একেবারে যুবক।

ঐ দিন তারিখ ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ইং। এই স্বপ্নের আর তাবিরের প্রয়োজন হইলনা। পূর্ণ তিন মাস পর ২০শে মে দিবাগত রাত্রিতে বেসীনের সমস্ত জাপানী সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া চলিয়া গেল। ২১পে মে তারিখে সহরটি ওপেন সিটিতে পরিণত হইল। ইহার পর একটী বোমাও পড়ে নাই।

৩) ১৯৪৬ ইং সালে (তখন আমি রেঙ্গুণে) আমার একটি ছোট মেয়ে ডবল নিয়োমোনিয়াতে আক্রান্ত হইল। এক দিন রাত্রিকালে এমন অবস্থা দেখা দিল যে, কোনরূপেই তার আর রক্ষা নাই। দোয়া করিতে লাগিলাম। দোয়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া গেলাম আমি স্বপ্নে দেখি "ঐ" পীড়িতা মেয়েটি আমার কোলে এবং এর বড় মেয়েট হাতে ধরা অবস্থায় একটি মাঠে বেড়াইতেছি। মাঠের উত্তর দিকের রাস্তায় পূর্ব্বমুখী একটি মোটর গাড়ীতে হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) উপবিষ্ট। আমি অতি আনন্দের সহিত হুজুর (আইঃ) এর খেদমতে পৌছিয়া ছালাম করিয়া বলিলাম: 'হুজুর! আমি অমুক আহমদী।" হুজুর (আইঃ) হাসিতে হাসিতে হাত বাড়াইয়া দিলেন মোসাহফার জন্য। তারপর কোলের মেয়েটি দেখাইয়া বলিলাম: "হুজুর! মেয়েটীর অবস্থা খুব খারাপ। তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করুন।" আমার এই আবেদনে হুজুর (আইঃ) আমার কোলের মেয়েটীর মাথায়ও পিঠে হাত বুলাইতে

(১৬শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বানী

১) আজ চারি মাস হইল এই অধমের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে,.....বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন এক পুত্র সন্তান আমাকে দেওয়া হইবে।... কাশফী অবস্থায় (জাগ্রত স্বপ্নে) আমাকে চারিটি ফল দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি তো আম ছিল, কিন্তু একটি ফল সবুজ রং এর খুব বড় ছিল। ঐ ফলটি এই দুনিয়ার ফলের মত ছিল না। যদিও ইহা ইলহামী ঘটনা নহে, তবুও আমার মনে উদয় হইল যে, এই ফলটি এই দুনিয়ার ফল নহে, বরং ইহা ঐ মোবারক পুত্র। কেন না, ফলের তাবির যে সন্তান ইহাতে সন্দেহ নাই।

"মকতুবাত জিঃ ৫," "তাজকেরাহ ১৪৯ পৃঃ।"

২) এক ইলহামে এই পুত্রের নাম বশীর রাখা হইয়াছে। যেহেতু বলা হইয়াছে যে, তোমাকে দ্বিতীয় বশীর দেওয়া হইবে যাঁর নাম মাহমুদ। যাঁর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি উচ্চাকাঙ্খী হইবেন। হোসন্ ও ইহসানে তোমার অনুরূপ হইবেন। "হজরত খলীফা আউয়াল (রাঃ)র নামে লিখিত পত্র, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮৮ ইং।"

৩) সমস্ত প্রয়োজনই আল্লাহতালা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সন্তান ও দান করিয়াছিলেম এবং ইহাদের মধ্যে ঐ পুত্র ও যে ধর্ম্মের বাতি স্বরূপ হইবেন। বরং অল্প কালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবার আরও একজন পুত্র সন্তানের ওয়াদা করিয়াছেন যাঁর নাম মাহমুদ হইবে এবং স্বীয় কার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন। পরিশিষ্ট হশতেহার ১০ই জুলাই ১৮৮৮ ইং।

৪) এই অধমের প্রতি খোদাতালা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তোমাকে একজন দ্বিতীয় বশীর দেওয়া হইবে যাঁর নাম মাহমুদ হইবে। "সবুজ হশতেহার ১৭ পৃঃ।"

৫) দ্বিতীয় পুত্র যাঁর সম্বন্ধে ইলহামে দ্বিতীয় বশীর দান করিব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁর দ্বিতীয় নাম মাহমুদ, যদিও আজ ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদাতালার প্রতিজ্ঞা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে নিশ্চয় ভূমিষ্ঠ হইবে। আকাশ জমিন স্থানচ্যুত হইতে পারে কিন্তু খোদাতালার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে না। "সবুজ ইশতেহার ৭ পৃষ্ঠা হাশিয়া"

৬) একটি সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বানীতে খোদাতালা আমার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমার সন্তানগণ মধ্যে এমন এক ব্যক্তি পয়দা হইবেন, যে কতগুলি বিষয়ে হজরত মসিহর অনুরূপ হইবেন তিনি আকাশ হইতে আবির্ভূত হইবেন দুনিয়াবাসীর রাস্তা সোজা করিবেন। বন্দীগণকে মুক্ত করিবেন। সন্দেহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ-গণকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবেন!..... .... "ইযালায়ে আওহাম ১৫৬ পৃঃ।"

৭) কোন কোন পুত্র মারাও যাইবে এবং এক পুত্র খোদাতালা হইতে হেদায়েতে কামালাৎ প্রাপ্ত হইবেন।

"আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, ৩০৫ পৃ।"

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানীসমূহ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এমন একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়াছেন, যাঁর নাম মাহমুদ হইবে। তিনি খোদাতালার প্রিয় হইবেন॥ হেদায়েতে কামালাৎ প্রাপ্ত হইবেন। ঐ পুত্রেরই অপর নাম 'মোসলেহ মাওউদ।"

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ) এর দোয়া

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ ড্রাইভার মোটর চালাইয়া দিলেন। হুজুর (আইঃ) বলিলেন "আচ্ছালামু আলায়কুম।" আমারও মুখ হইতে "আচ্ছালামু আলায়কুম"ই বাহির হইয়া গেল। হুজুর (আইঃ) তখন মোটরের ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া পেছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি যে আচ্ছালামু আলায়কুম" বলিয়াছি ইহাই যথেষ্ট। আপনার আর বলিবার দরকার নাই।"

আমার ঘুম ভাঙ্গিল। পাশের কামড়া ও নিচের তলায় দুই পরিবার আহমদী ছিলেন। রাত্রেই তাঁহাদের নিকট এই সংবাদ পৌছাইলাম যে এই রোগে এই মেয়ে মরিবেনা। আল্লাহর ফজলে ঐ মেয়ে এখনও জীবিত।

৪) কুমিল্লা জিলার রামচন্দ্রপুরের নিকটবর্ত্তী মিঠাইভাঙ্গা গ্রাম নিবাসী কটুমিঞা সাহেব দ্বিতীয়বার রেঙ্গুণ গিয়াছিলেন ১৯২৮ ইং সালে! তাঁহার প্রথম সফরের ৭।৮ বৎসর এবং দ্বিতীয় সফরের ১১ বৎসরের উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা গিয়াছিল রেঙ্গুণ রেসের ময়দানে। ঘোড়দৌড়ের নেশা দূর করাইবার জন্য তিনি বহু পীর দরবেশের পেছনে ঘুরিয়াছেন। ফলে তাঁহরে নেশা তো ছুটেই নাই, বরং পীর দরবেশের শিরণী-সালাৎ গিয়াছিল ফাও। ১৯৩৯ ইং সনে আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনী আমাদের খলিফা সাহেবের নিকট পত্র লিখুন (তিনি দোয়া করিলে আপনার ঘোড়দৌড়ের নিশা চলিয়া যাইবে। আমার কথামত তিমি হুজুর (আইঃ) এর খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাইয়া পত্র লিখিলেন। আল্লাহর ফজলে তাঁহার ঘোড়দৌড়ের নিশা ছুটিয়া গেল। (লোকটি এখনও জীবিত আছেন। বৎসর দুই আগে আমি তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, "আমি হলফ করিয়া এই কথার সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি)

(২২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশ্ব আহমদীয়া ৭০ তম সালানা জলসায়

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর উদ্বোধনী বক্তৃতা

আল্লাহতালার অসীম শোকর যে, তিনি পুনরায় আমাদের জামাতভুক্ত বন্ধুগণকে তাঁহাদের আয়ুষ্কালের আর একটি বর্ষ শেষে দ্বীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও কালামুল্লাহর ঘোষণা কল্পে ঐ কেন্দ্রীয় সম্মিলনে শরীক হইবার তৌফীক দিয়াছেন যার ভিত্তি আল্লাহতালার উদ্দেশ্যানুযায়ী তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আজ হইতে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাখিয়াছিলেন।

আসল কথা এই

যে, আল্লাহতালা যখন কোন বস্তু কায়েম করিতে চান, তখন মানুষ ঐ বস্তু নিশ্চহ্ন করিবার জন্য যত শক্তিই প্রয়োগ করুক না কেন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রু ইহার বিরুদ্ধে আওয়াজ বোলন্দ করে মোনাফেক (কপট) ইহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। কিন্তু আল্লাহ তালার কাজ উন্নতি করিতে থাকে। এমন কি ঐ কথা যাহা অসম্ভব বলিয়া মত পোষন করা হয় সম্ভবে পরিণত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং ঐ জামাত যাহাকে ঈর্শার চক্ষে দেখা হয়, একদিন দলিল প্রমাণ দ্বারা বিশ্বময় বিজয়লাভ করে। আল্লাহতালার এই নিয়মই বর্ত্তমান জমানায় আমাদের সহিত কার্য্যকরী হইতেছে। প্রত্যেক সূর্যোদয় আমাদিগকে অধিক হইতে অধিকতর কৃতকার্য্যতা ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতেছে এবং আমাদের বিশ্বাস, এই জামাত এই ভাবেই উন্নতি করিতে থাকিবে। এমন কি ঐ দিন দেখা দিবে যখন ইহার জন সংখ্যা লক্ষ হইতে কোটিতে এবং কোটি হইতে অর্বুদে পৌঁছিবে।

সুতরাং এই উন্নতি তো অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাতে ও কোন সন্দেহ নাই যে, যদি কোন মোমেন আল্লাহতালার কোন বাক্য পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তবে ইহা তাঁহার জন্য অপরিসীম আনন্দের কারণে পর্য্যবেশিত হয়। কেন না তিনি মনে করেন যে, আল্লাহতালা নিজ ফজল দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় বাক্য পূর্ণ করিবার কারণে পরিণত করিয়া তাঁহার জন্য ও স্বীয় রহমত ও বখশীশের সামান সৃষ্টি করিয়াছেন।

বন্ধুগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, খোদাই ভবিষ্যদ্বানী যে সমস্ত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হয়। বা যে সমস্ত জড় পদার্থ দ্বারা তাঁহার দ্যুতি প্রকাশিত হয় কোরআন করীমের ভাষায় তাহাদিগকে শা'রুল্লাহ বলা হয় এবং এবং শা'রুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা তাকওয়ার মধ্যে শামিল। যেহেতু আমাদের জলসার ভিত্তি আল্লাহতালার উদ্দেশ্য মোতাবেক রাখা হইয়াছিল এই জন্য ইহা হজরত মসিহ মাওউদ (আ;) এর সত্যতার একটি মস্ত বড় নিদর্শন। অতএব এই জলসা ও শা'রুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। এই জলসার মর্য্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা এবং ইহার বরকত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগৃহীত হইবার জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জমানার কথা

আমেরিকার এক ব্যক্তি হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাদিয়ান আসিলেন এবং তিনি হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ)কে বলিলেন যে, আপনার সত্যতার কোন নিদর্শন আমাকে প্রদর্শন করুন। উত্তরে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিলেন আপনি স্বয়ং আমার সত্যতার এক নিদর্শন। তিনি বলিলেন, ইহা কিরূপে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিলেন, ঐ সময় যখন কাদিয়ানের বাহিরে কেহই আমাকে চিনিতনা, তখন আল্লাহতালা আমাকে 'ইলহাম' দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, "আল্লাহতালা দুর দুরান্ত হইতে তোমার নিকট মানুষ পাঠাইবে এবং আগন্তুকগণের সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, তাহাদের পদ চালনে রাস্তায় গর্ত্ত হইয়া যাইবে।" এখন আপনি আমার নাম জানিতেন কি? আমেরিকান ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'না' হুজুর (আঃ) বলিলেন, আপনি যে আমার দাবীর কথা শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন ইহা আল্লাহতালার নিয়ন্ত্রনাধিনেই আসিয়াছেন। সুতরাং আপনী স্বয়ং আমার সত্যতার এক নিদর্শন। তদ্রূপ আপনাদের যাঁহারা এই জলসায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার জিন্দা নিদর্শন। কোথায় ঐ জমানা যে কাদিয়ানের প্রথম জলসায় মাত্র ৭৫ জন লোক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কোথায় এই জমানা যে, আজ আপনারা প্রায় এক লক্ষ নিষ্ঠাবান লোক এই জলসায় সম্মিলিত হইয়া অতি জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু **জামাতের এই মহা উন্নতি** যেখানে আমাদের অন্তরকে আনন্দে উৎফুল্ল করে সেখানে ভাবনা চিন্তার এক বেদনা দায়ক তিক্ততাও ইহার সহিত সংমিশ্রিত। কেন না যে পবিত্র মানবের বদৌলত আমাদের এই আনন্দ, ঐ পবিত্র মানব এখন আমাদের মধ্যে মওজুদ নাই। স্বয়ং আমার অনুভূতির তো এই অবস্থা যে ঐ সমস্ত লোক যাঁহারা জামাতের খেদমত করিয়াছেন এবং পরলোক গমন করিয়ছেন তাঁহাদিকে আমি আজ পর্য্যন্ত ভুলি নাই। আমার দৃষ্টিতে **হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ওফাৎ** আজও ঐরূপ তাজা রহিয়াছে যেরূপ ওফাতের দিন তাজা ছিল। তারপর আমার দৃষ্টিতে হজরত খলীফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ)র ওফাৎ আজ ও ঐরূপ তাজা রহিয়াছে যেরূপ ওফাতের দিন তাজা ছিল। কেন না আমার মতে ঐ ব্যক্তি যে উপকারীর উপকার ভুলিয়া যায় সে প্রথম দরজার অকৃতজ্ঞ। সবুর অর্থ এই নয় যে মানুষ নিজ উপকারীকে ভুলিয়া যায়। বরং সবুর অর্থ হইল কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট চিন্তা ভাবনা মানুষকে আসল কর্ত্তব্য হইতে গাফেল না করা এবং মানুষের শক্তিও সাহসকে নির্জীব না করা। কোন মন দুঃখকে ভুলিয়া যাইবার নাম সবুর নহে বরং অকৃতজ্ঞতা। আমি হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ওফাতের ভয়াবহ ঘটনা দেখি নাই কিন্তু আমি ঐ দিনটি ভুলি নাই। আজ পর্য্যন্ত আমি কখনও আঁ হজরত (দঃ) এর ওফাৎকালীন ঘটনা পাঠ করি নাই যখন আমার অন্তরের অন্তস্থল আলোড়িত হয় নাই, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয় নাই এবং আমি ঐরূপ দরদ অনুভব করি নাই যেরূপ দরদ তখনকার নিষ্ঠাবান মোমেনগণ অনুভব করিয়াছিলেন। হজরত আয়েষা (রাঃ) যে প্রথম চাক্কিতে পেষা আটার তৈয়ারী রুটি খাইবার সময় হজরত রসুল করীম (দঃ)কে স্মরন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ঐ ঘটনা আমি যত বার পাঠ করি ততবারই আমার ও অশ্রু বিগলিত হয়। একজন স্ত্রীলোক বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হজরত আয়েষাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এত উৎকৃষ্ট আটার তৈয়ারী মোলায়েম রুটি খাইতেছেন অথচ আপনী কাঁদিতেছেন ইহার কারণ কি? উত্তরে হজরত আয়েষা (রাঃ) বলিলেন